জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২৯ • ৫ অক্টোবর, ২০২৫ • ১৮ আশ্বিন ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 129 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 5 OCTOBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

নেতৃত্বচ্যুত

বিরাটের মতোই ৫০ ওভারের একদিনের ম্যাচে অধিনায়কত্ব হারালেন রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে অধিনায়ক হলেন শুভমন গিল। স্কোয়াডে রয়েছেন রোহিত ও বিরাট

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

আজ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে উত্তরের জেলাগুলিতে লাল সর্তকতা। সকালের পর থেকে সন্ধের মধ্যে দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। একনাগাড়ে বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

বিষ খাইয়ে জুবিনকে হত্যা! ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

খড়্গপুর ডিভিশনে শতাধিক লোকাল-সহ এক্সপ্রেস বাতিল

এই নিয়ে চতুর্থবার

ফের দেশের নিরাপদতম শহর কলকাতা

প্রতিবেদন : কলকাতাই দেশের মধ্যে সবথেকে নিরাপদ। কেন্দ্রীয় সংস্থার রিপোর্টই বলছে, ২০ লক্ষ মানুষের বসবাসযুক্ত দেশের ১৯টি শহরের মধ্যে কলকাতা নিরাপদতম। এনসিআরবি-র এই রিপোর্টে প্রমাণিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে সবথেকে উজ্জ্বল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। একবার বা দুবার নয়, এই নিয়ে টানা চতুর্থবার নিরাপদতম শহরের তকমা পেল তিলোত্তমা। ২৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এনসিআরবি রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতায় অপরাধ কমেছে। মহিলাদের উপর আক্রমণ ও হেনস্থার ঘটনাও আগের বছরগুলির থেকে অনেকটাই কম। প্রতি এক লক্ষ জন-পিছু কগনিজেবল অফেন্স রেকর্ড করা হয়েছে ৮৩.৯টি। ২০২২-এ এই সংখ্যাটা ছিল ৮৬.৫ এবং ২০২১ সালে ছিল ১০৩.৫টি। ২০২২ সালে শহর (এরপর ১২ পাতায়)

কেন্দ্রীয় সংস্থার তথ্যই প্রমাণ করে দিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী নেতৃত্বে কলকাতা সবচেয়ে সুরক্ষিত শহর। —চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

বিজেপি যতই বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করুক, আবারও প্রমাণ হল তাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কোনওভাবেই সফল হবে না। —শশী পাঁজা

কালীঘাটে বিজয়ার শুভেচ্ছা-বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

গ্ল্যামার

গ্ল্যামার! প্রকট হাসির অন্তরালে
বিদ্রুপ করে রক্তবর্ণ আলোর ছটা
মায়া! মোহ! লোভ! বশ!
না স্নেহের বেড়াজাল?
অন্তরীক্ষে অগ্নির দোর্দণ্ডপ্রতাপ
বাহিরে প্রস্ফুটিত ফুলের ঘুমন্ত সংলাপ
গ্ল্যামার! নিছক আত্মতৃপ্তির ভান
যৌবনের স্পর্ধাহত ভাষণের পরিমাণ
তুচ্ছ একটা অভিনয়ের অন্ধ
গ্রাসাচ্ছাদিত অবাঞ্ছিত সত্য
রূপের জৌলুস? নিমেষের বালির বাঁধ?
আত্মসম্মান? বিবেকের নিষ্ঠুর দংশন।।

ডিভিসির ছাড়া জলেই অসময়ে দুর্যোগ রাজ্যে

প্রতিবেদন : বৃষ্টি কমলেও কমেনি ডিভিসি-র জলছাড়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর হুঁশিয়ারির পরও অবিবেচক ডিভিসি বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছেড়েই চলেছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত দফায়-দফায় মাইথন ও পাঞ্চেত মিলিয়ে প্রায় ৭০ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। এদিন সকালে মাইথন থেকে ৩২,৫০০ কিউসেক এবং পাঞ্চেত থেকে ৩৭,৫০০ কিউসেক হারে জল ছাড়া হয়েছে। ফলে দামোদর অববাহিকার একাধিক জেলায় বন্যার আশঙ্কা আরও বেড়েছে। ডিভিসি-র এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের প্রতিবাদে প্রয়োজনে পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পুজোর মধ্যে ধারাবাহিক বৃষ্টি ও ওড়িশার নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা জলমগ্ন। তার উপর ডিভিসি-র বিপুল পরিমাণ জলে নদীগুলির জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার একাধিক পোস্টে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন— এটি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি ডিভিসি-র তৈরি-করা বিপর্যয়। প্রতিটি ষড়যন্ত্র আমরা শক্ত হাতে প্রতিহত করব। ডিভিসি-র এই অনিয়ন্ত্রিত জল ছাড়ার প্রতিবাদে লক্ষ্মীপুজোর পর সরাসরি আন্দোলনে নামবে তৃণমূল। কলকাতার ডিভিসি টাওয়ার ঘেরাওয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ডিভিসি-র বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতি

বছরই ডিভিসি ম্যান-মেড ফ্লাড ঘটায়। এবারে নির্বাচন সামনে, তাই ইচ্ছে করেই তারা এই বিপর্যয় তৈরি করছে, দুর্গাপুজোতেও রেহাই দেয়নি।

প্রশাসনিক মহলের আশঙ্কা, এই জল-ছাড়া ও আগামী কয়েকদিনের সম্ভাব্য বৃষ্টিতে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি ও পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে। নবান্ন ইতিমধ্যেই জেলাশাসকদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে এবং নদী-তীরবর্তী এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আগাম সতর্কতামূলক সমস্তরকম ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রের এই নোংরা ষড়যন্ত্র রুখতে বদ্ধপরিকর রাজ্য।

বৃষ্টিবিঘ্নিত কার্নিভাল জেলায়, আজ শহরে

প্রতিবেদন : আজ, রবিবার রেড রোডে রাজ্যের বার্ষিক দুর্গাপুজো কার্নিভাল। এই উৎসবমুখর আয়োজনে শেষ হবে কলকাতার দুর্গাপুজোর নিরঞ্জনপর্ব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু-হওয়া এই কার্নিভাল এ-বছর দশম বর্ষে পা দিচ্ছে। এবারও রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানজয়ী পুজো কমিটিগুলি অংশ নেবে এই মহাশোভাযাত্রায়। এদিকে, শনিবার জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুজো কার্নিভাল। রাজ্যের লোকসভা কেন্দ্রওয়াড়ি এই কার্নিভাল বৃষ্টিবিঘ্নিত হলেও উৎসাহ-উন্মাদনা কোনও অংশেই কম ছিল না। বিভিন্ন দুর্গোৎসব কমিটি নিজেদের মতো করে থিমনির্ভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেলে ধরে। (এরপর ৬ পাতায়)

১০ বছরে পদার্পণ

- কার্নিভাল শুরু বিকেল ৪:৩০ টায়
- অংশ নেবে শারদসম্মানজয়ীরা
- উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী, সিপি, অন্যান্য মন্ত্রী ও বিশিষ্টরা
- নিজস্ব-নিজস্ব থিমের শোভাযাত্রা
- ভিড় সামলাতে তৈরি ব্লুপ্রিন্ট
- পণ্যবাহী গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ
- দুপুর ১২-৩ যান নিয়ন্ত্রণ
- শুধুমাত্র দুর্গা কার্নিভালের স্টিকার লাগানো যানবাহন চলতে পারবে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভার নিমপীঠে পুজো কার্নিভাল।

২
৫ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

5 October, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

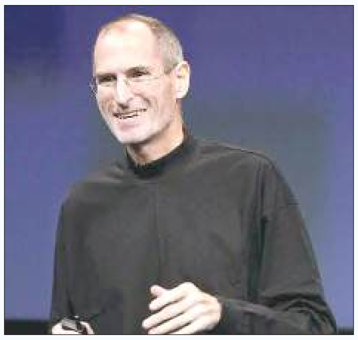

২০১১ স্টিভ জোবস (১৯৫৫ - ২০১১) এদিন প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন পার্সোনাল কম্পিউটার বিপ্লবের পথিকৃৎ এবং বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা অ্যাপলের কিংবদন্তি সহ-প্রতিষ্ঠাতা। বাবা ছিলেন সিরীয় উদ্বাস্তু আর মা সুইস বংশোদ্ভূত। ছোট থেকেই খুবই প্রতিভাবান ছিলেন। যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই নানান উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কোনও বড় কিছু করতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা যে মাপকাঠি হতে পারে না, তা বারেবারেই প্রমাণ করেছেন স্টিভ। কলেজ-ড্রপআউট, শোয়ার জন্য ঘর ছিল না, রবিবার রাতের খাবার খাওয়ার জন্য তিনি ৮ মাইল রাস্তা হেঁটে পার করে যেতেন একটি হরে কৃষ্ণ মন্দিরে, অথচ ১৯৮৭-এ উজনাইক একটি গ্যারেজে বসেই একটি কম্পিউটার বানিয়ে ফেলেন। সেটিকে পরে বলা হত অ্যাপেল ১।

২০২০ গায়ক-অভিনেতা শক্তি ঠাকুর (১৯৪৭-২০২০) এদিন চলে গেলেন। একাধিক বাংলা সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি প্লেব্যাকও করেছিলেন শক্তি ঠাকুর। গায়ক, অভিনেতা হিসাবে পরিচয় পেলেও প্রথম জীবনে শক্তি ঠাকুর ছিলেন স্কুলশিক্ষক। অঙ্ক ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ১৯৭৬-এ তপন সিংহের 'হারমোনিয়াম' ছবিতে নেপথ্য শিল্পী হিসেবে গানের দুনিয়ায় প্রথম পা রাখেন তিনি। তারপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শক্তি ঠাকুরকে দিয়ে তাঁর সুর করা বেশ কিছু বাংলা ছবিতে গান গাইয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি অভিনয় করেছেন তরুণ মজুমদারের 'দাদার কীর্তি', 'ভালোবাসা ভালোবাসা' ছবিতে। এই ছবিতে অভিনয়ের সঙ্গে কোরাসে গলাও মেলান। এ ছাড়াও শক্তি ঠাকুর গান গেয়েছেন, অজয় দাস, আর ডি বর্মনের সুরে। উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়ের মতো স্বনামধন্য অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তিনি। তাঁর ছোট মেয়ে মোনালি ঠাকুরও বাংলা ও হিন্দি গানের জগতে উজ্জ্বল নাম।

১৮৯৪ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব পড়িয়েছেন বঙ্গবাসী কলেজ, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, হল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দেশ-বিদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতেও ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর।

১৯৬৮ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪-১৯৬৮) এদিন প্রয়াত হন। তফসিলি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা। ১৯৪৬-এ ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলেন। দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি। তফসিলিদের আন্দোলনে মুসলিম লিগ সমর্থন করবে এই আশায় পাকিস্তান সরকারে যোগ দেন। আশাভঙ্গ হয়। ১৯৫০-এ পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এদেশে ফিরে আসেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

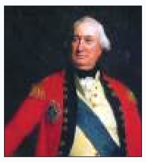

১৮০৫ লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৩৮-১৮০৫) এদিন দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ভারতের গাজিপুরে মারা যান। ব্রিটিশ ভারতের বহুল আলোচিত আইন বা বিধান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে তিনি বীরযোদ্ধা টিপু সুলতানকে পরাজিত করেন।

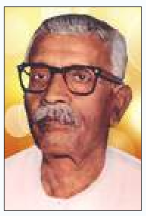

১৮৯৫ হেমন্তকুমার বসু (১৮৯৫-১৯৭১) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। রাসবিহারী বসু ও বাঘাযতীনের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গী ছিলেন। ১৯১৪-তে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পূর্তমন্ত্রী ছিলেন। এই নেতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার রাজপথে একদল যুবক নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল।

১৯৮৯ ফতিমা বিবি এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনোনীত হন। তিনি হলেন প্রথম একজন মুসলিম মহিলা যাঁকে ভারতের উচ্চতর বিচারব্যবস্থায় নিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি তিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারক এবং এশিয়া উপমহাদেশেরও প্রথম মহিলা বিচারক হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন।

কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুরে হুগলি জেলার কার্নিভালে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক-সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা সারলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন সন্তোষ সিং, সুবীর ঘোষ-সহ অন্যেরা।

■ ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে নবনির্বাচিত ব্লক ও শহর-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদের শুভেচ্ছা জানালেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১৬

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১. যার মধ্যে গভীর চিন্তাভাবনার ছাপ আছে, চিন্তাপূর্ণ ৩. রূপচর্চাকেন্দ্র বা প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জার দোকান ৫. পরিবার ৬. পূর্তি, পূরণ ৮. ধন ১০. ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে লোকশিল্পী সম্প্রদায়বিশেষ ১১. ব্যাধ ১৩. শান্তি, নিবৃত্তি ১৫. মুহূর্তে ১৮. মাংসল, মেদবহুল ১৯. ধূর্ত বা ধড়িবাজ লোক ২০. প্রত্যাখ্যান।

উপর-নিচ : ১. পায়রা ২. শ্রেষ্ঠ জন ৩. সীমা ৪. নিষ্পত্তি, মিটমাট ৫. আকস্মিক ব্যাপার ৭. অবিরাম, সর্বদা ৯. এক মাস্তুলের সমুদ্রগামী নৌকা বা জাহাজবিশেষ ১২. চটকানো, মাখা ১৪. সংকল্প, সিদ্ধান্ত ১৬. তেজি ১৭. কেবল খসড়া প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত ১৮. বাঁক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১৫ : পাশাপাশি : ২. নিমকি ৪. বিচার ৬. গেরো ৭. সর্বপ্রথম ৮. ধীমান ১০. আয়না ১২. পরিকাঠামো ১৩. গাড্ডা ১৪. দখল ১৬. লহরি। **উপর-নিচ :** ১. মোচা ২. নিত্যপ্রলয় ৩. কিসম ৪. বিরোধী ৫. রসন ৯. মারকাটারি ১০. আমোদ ১১. নাগাল ১২. পটল ১৫. খড়ি।

৪ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৯৩০০

লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে আগামী ৬ অক্টোবর ২০২৫ কলকাতা বুলিয়ান মার্কেট বন্ধ থাকবে।

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৮৬	৮৮.২৫
ইউরো	১০৫.৯০	১০৩.৬৭
পাউন্ড	১২১.২৫	১১৮.৭৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পাওলি দাম

■ সৌমিতৃষা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

5 October, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কালীঘাটে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

5 October, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আয়নায় মুখ

কী বলবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা? কী বলবেন সেই সব চাটুকারের দল যাঁরা বাংলা তথা কলকাতার আইনের শাসন নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলেন? থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিল কেন্দ্রের রিপোর্টই। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনসিআরবি এই নিয়ে পরপর চারবার জানিয়ে দিল, দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহরটি হল কলকাতা। অপরাধ কমছে। মহিলাদের আক্রমণ বা হেনস্থা ক্রমশ কমছে। কমছে ধর্ষণ। দেশের অন্য শহরগুলি সেদিক থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে। বাংলার বিরোধিতা করে যাদের রাজনীতিতে ভেসে থাকতে হয়, সেই রাজনীতিবিদদের 'বাইট' দেওয়ার জন্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ন্যক্কারজনক হল, ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলি অপরাধে শীর্ষে। ধরা যাক শুধু খুনের ঘটনা। সেই নিরিখে প্রথম উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় বিহার এবং তৃতীয় মহারাষ্ট্র। সব ক'টি বিজেপি-শাসিত রাজ্য। আবার অপরাধ প্রবণতায় প্রথম শীর্ষে বাম-রাজ্য কেরল, দ্বিতীয় দিল্লি, তৃতীয় মোদি-শাহর গুজরাত। সবজান্তা বামেরা কী বলবে? কিংবা মোদি-শাহর গুজরাত-দিল্লি? আসলে কিছু মানুষকে কিছুদিন ভুল বোঝানো যায়, কিন্তু বেশিদিন ভুল বোঝানো সম্ভব নয়। বিরোধীরা কুৎসা করছেন তো! কিন্তু এই রিপোর্টের পর আয়নায় মুখ দেখতে পারবেন তো!

e-mail থেকে চিঠি

উৎসবের প্রহর-শেষে

দশ দিন ধরে এক নজিরবিহীন উৎসব নাম্নী যুদ্ধের সাক্ষী থাকল বাংলা। ২২ সেপ্টেম্বর, দেবীপক্ষ শুরুর দ্বিতীয় রাতে টানা ৬ ঘণ্টার প্রবল বর্ষণে বিধ্বস্ত কলকাতা ও আশপাশের এলাকার ছিন্নভিন্ন চেহারা দেখে প্রমাদ গোনা শুরু হয়েছিল, বৃষ্টিতে ভেসে যাবে না তো উৎসবের আনন্দ! সেই আশঙ্কাকে কয়েকগুণ উসকে দিয়েছিল নানা কিসিমের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। কিন্তু নবমী-দশমীতে কয়েক পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি বাদ দিলে অনেকটা সময় জুড়ে রোদ-ঝিলমিল আকাশ যেমন একদিকে স্বস্তি দিয়েছে, তেমনই যাবতীয় শঙ্কা সত্ত্বেও কার্যত তৃতীয়া থেকেই রাতের দখল নেওয়া মণ্ডপমুখী জনতা ফের একবার প্রমাণ করে দিয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। অতএব বলা চলে, বৃষ্টি নামক 'অসুর'-এর সৌজন্যে আশা-আশঙ্কার দ্বন্দ্ব নিয়ে দেবীপক্ষ শুরু হলেও দেবীর কৈলাসে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তকাল পর্যন্ত উৎসব কম পড়েনি। এই পুজো-সংস্কৃতি যেন প্রকৃত অর্থেই সকলের ইচ্ছাপূরণের এক মিলন মেলা, যেখানে আলো, বাঁশ, কাপড়-সহ নানা সামগ্রী দিয়ে তৈরি অপরূপ শিল্পসজ্জা দেখে মনে হবে, এ বুঝি সত্য! মানুষের হাতে তৈরি এমন শিল্পসৃষ্টিও কি সম্ভব! এবারেও তার অন্যথা ঘটেনি। সন্দেহ নেই, গত এক দশকে সব অর্থেই দেশের সেরা উৎসবে পরিণত হয়েছে দুর্গোৎসব। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির হাত ধরে এই উৎসবের বিশ্বায়ন ঘটেছে। শুধু এর ব্যাপ্তি বা শিল্পকর্মই নয়, পুজো-অর্থনীতির নজরকাড়া উত্থানও এখন আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। শুধু এর ব্যাপ্তি বা শিল্পকর্মই নয়, পুজো-অর্থনীতির নজরকাড়া উত্থানও এখন আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। বিদেশে প্রতিমার দাম ও বরাত বৃদ্ধি পেয়েছে। পোশাক শিল্পে যেন জোয়ার এসেছে। প্রাথমিক হিসাব বলছে, গতবারের তুলনায় এবছর পোশাক বিক্রি থেকে আয় বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই পুজো যেন হস্তশিল্পীদের কাছে প্রকৃত অর্থে মায়ের আশীর্বাদস্বরূপ। বাড়তি রোজগার হয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় দেড় কোটি মানুষের। সব মিলিয়ে প্রায় ৫ কোটি মানুষের পরোক্ষ আয় বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রতিমার সাজে চিরাচরিত শোলা বা ডাকের সাজের পাশাপাশি আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি গয়না জায়গা করে নিয়েছে। এসবের মিলিত পরিণতি লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা। গত বছর এই পরিমাণ ছিল ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকা। ঘটনা হল, পুজোকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল বানিয়ে এবং বিভিন্ন সংস্থা ও দোকানের বিজ্ঞাপনে 'ইনফ্লুয়েন্সার' হিসাবে কাজ করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন লক্ষাধিক ছেলেমেয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুজো তাই আর শুধু আনন্দে গা-ভাসানোর উৎসব নয়, কম সময়ে উপার্জনের এক সুযোগও। যত বছর গড়াচ্ছে, পুজো-অর্থনীতির পারদ তত চড়ছে।

— সুদর্শন নিয়োগী, চুঁচুড়া, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আমরা জিতে গিয়েছি

জয়ী আজ উৎসবপ্রাণিত বাংলা

'ভরা পালে চলে যায়, / কোনো দিকে নাহি চায় / ঢেউগুলি নিরুপায় / ভাঙে দুধারে।' ওই যে ভরা পালে চলে যায় যে তরী, সেটা হল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রশাসন। মা-মাটি-মানুষের সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পুলিশ, ইত্যাদি। আর নিরুপায় ঢেউয়ের ভূমিকায় সমালোচনাকারী চিল-শকুন, রাম-বামের দল। লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

'আমরা জিতে গেছি।

শকুনেরা সব ওঁৎ পেতে ছিল,
আকাশ ভেঙে নামুক বৃষ্টি,
ইন্দ্রদেব মোদের সহায় ছিল
জিতল বাংলার ঐতিহ্য কৃষ্টি।।

সারা বাংলা মাতল উৎসবে
ধর্ম হল না কোনও বাধা,
হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান
এক সুরে মেলাল সব ধাঁধা।

বাংলার পুলিশ আবারও সেরা,
লক্ষ লক্ষ ভিড় রোজ সামলিয়ে,
প্রমাণিত হল বাংলায় সুশাসন,
শত্রুর মুখে সপাটে চড় কষিয়ে।

অপেক্ষা ছিল ওদের একটা লাশের
অথবা ভাঙা মূর্তির গুজবের।
হতাশ গদি মিডিয়ায় শান্তির বাংলা
তাই হল না শিরোনাম খবরের।

উসকানি ছিল, ছিল প্ররোচনা
ছিল ধর্মের সুড়সুড়ি প্রতিক্ষণ,
সবকিছুকেই হেলায় হারিয়ে
জিতল বাংলার জনগণ।'

না! এই ছন্দময় বয়ানটি মল্লিখিত নয়। লিখেছেন কনিষ্ঠ ভগিনীসমা শ্রীপর্ণা রায়। শ্রীপর্ণা উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি।

কিন্তু এটাই আমার, আমাদের বয়ান।

হ্যাঁ, সত্যিই আমরা জিতে গেছি। কলকাতার দুর্গা পুজো অযুত কুৎসা, নিযুত প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্তি ও সৌহার্দ্যের উৎসব হিসেবে ফের জয়ী।

কারণ চতুর্বিধ। বহুমাত্রিক।

এক, এবারের পুজোয় বড় কোনও পথ দুর্ঘটনা ঘটেনি। যান শাসনে দক্ষতার পরিচয় পুনঃ পরিস্ফুট। রাস্তায় ভিড় ছিল, মানুষের এবং ট্রাফিকের। তাতে যান চলাচল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শহরের পথে বিঘ্নিত হয়নি। সৌজন্যে পুলিশ ও প্রশাসন। ট্র্যাফিক আইন ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। সেইমতো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ১২ হাজার ৩৯৩ জনের বিরুদ্ধে। যত গাড়ি রাস্তায় নেমেছে, তার প্রেক্ষিতে এটা শতাংশের হিসেবেও আসে না।

দুই, নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির কোনও ঘটনা শহর কলকাতার উৎসবের ভিড়ে ঘটল না। তাই বলে কি বেলেল্লাপনা একেবারে বন্ধ করা গেছে? না, মোটেই তেমন নয়। বেলেল্লাপনা রোখা যায়নি হয়তো, কমানো গিয়েছে অবশ্যই। এবং সেটা সম্ভব হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের সুতীক্ষ্ণ নজরদারির কারণেই। পার্বণ-শাসিত শহরে পুজোর দিনগুলোতে বেল্লেনাপনার অভিযোগে গ্রেফতারের সংখ্যা মাত্র ৪৯৮। শতাংশের বিচারে প্রায় শূন্য।

তিন, মধ্য কলকাতার একটি পূজার কর্মকর্তাদের নিরন্তর মিথ্যাচার, বিভ্রান্তিকর প্রচার সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গা-উৎসবের নিজস্ব গরিমা টোল খায়নি এতটুকু। এমনকী দশমীর পরেও শহর সাক্ষী থেকেছে এক অনাবিল প্রাণোৎসবের। বৃষ্টি পড়েছে, সাথে সাথেই ভিড় জমেছে সুরুচি সংঘে, ত্রিধারায়, চেতলা অগ্রণীতে, রামমোহন সম্মিনীতে। উত্তর থেকে দক্ষিণে। শহর পেরিয়ে শহরতলিতে। তৃতীয়া থেকেই এই ভিড়টা সামাল দিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। দিনে ও রাতে। ভোরে এবং মধ্যরাত্রে।

ফলত, পুজোর ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখা সেরে মেয়েরা, তাদের মায়েরা, তাদের বোনেরা, তাদের বান্ধবী-সহপাঠিনীরাও ঘরে ফিরল নিরাপদে। রোল-ফুচকা-বিরিয়ানি-চাইনিজের আনন্দ-যাপন সেরে। কেউ কেউ আবার ফিরল মধ্যরাতে। তখনও মোবাইল ফোনে চলছিল পরদিন পূজা পরিক্রমার পরিকল্পনা।

চার, এর অনিবার্য পরিণামে উপর্যুপরি চারবার নিরাপদতম শহরের গৌরব অর্জন শহর কলকাতার। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB)-এর সর্বশেষ ২০২৩ সালের রিপোর্টে দেখা গেছে, দেশের ২০ লাখের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট ১৯টি শহরের মধ্যে কলকাতায় অপরাধের হার সবচেয়ে কম, প্রতি এক লক্ষ জনে মাত্র ৮৩.৯টি দণ্ডনীয় অপরাধ। এ নিয়ে পরপর চার বছর ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখল তিলোত্তমা। অপরাধ পরিসংখ্যান বলছে, অপরাধ পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালে যেখানে এই হার ছিল ১৫৯.৬, সেখানে ২০২১ সালে কলকাতায় এই হার ছিল ১০৩.৫, ২০২২ সালে ৮৬.৫ এবং সেখানে ধীরে ধীরে অপরাধের গ্রাফ নেমেছে শহরে। ২০২৩-এ হয়েছে ৮৩.৯টি। ২০২৩-এ শহরে মোট দণ্ডনীয় অপরাধের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৮৪৩, যা ২০২২ সালের তুলনায়ও কম (১২,২১৩)। ২০২৩ সালে কলকাতায় মোট ১,৭৪৬টি নারী-নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় কম। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার প্রতি এক লক্ষ জনে ২৫.৭, যা দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন চেন্নাই (১৭.৩) ও কোয়েম্বাটুর (২২.৭)-এর পরেই কলকাতা। শহরে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ধর্ষণ মামলার সংখ্যা ২০২৩ সালে মাত্র ১০।

একদা যাঁরা একথা বলতে এবং প্রচার করতে চাইছিলেন, এই শহর এত অপরাধপ্রবণ, এতটাই নিরাপত্তাহীন এখানে মহিলারা যে এই শহরে সন্তানের জন্মও দেওয়া যায় না, যাঁরা চেষ্টা করছিলেন রাত দখলের নামে শহরে চিরায়ত রাত নামিয়ে আনার, তাঁদের গালে এই তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে একটা বড় থাপ্পড়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব।

অপপ্রচারের মেঘ ঠেলে সত্য সূর্যের গরিমা প্রকাশ পেয়েছে আমাদের প্রাণের উৎসবে, শ্রেষ্ঠ উৎসবে। আসুন, সেই আনন্দ, সেই উৎসবপ্রাণতা বয়ে নিয়ে চলি আজকের কার্নিভালে।

রাজ্য

আজ দুর্গা কার্নিভাল • শনিবার বিকেলে শেষবেলার মহড়া রেড রোডে

দুর্বল নিম্নচাপ, বৃষ্টির আশঙ্কা নেই কার্নিভালে

প্রতিবেদন : ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তবে আগামী ১২ ঘণ্টায় এই নিম্নচাপ আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। এর জেরে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি হলেও কার্নিভালের দিন খুব-একটা নিরাশ করবে না আবহাওয়া। এমনটাই আশার বাণী শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে উত্তরের জেলাগুলিতে লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, রবিবার কখনও মেঘলা আকাশ, কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। সকালের পর থেকে সন্ধের মধ্যে দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে স্থানীয়ভাবে। তবে একনাগাড়ে বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার এবং মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি বেশ কিছু জেলাতে। সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি আরও কমবে। তবে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েইছে। কিন্তু উত্তরের জেলায় প্রবল বৃষ্টি হবে। দুর্যোগের আশঙ্কায় লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। এই দুই জেলার কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস থাকবে সব জেলাতেই।

সোমবারে ভারী বৃষ্টি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা, সব জেলাতেই সঙ্গে দমকা হাওয়া। মঙ্গলবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বেশিরভাগ জেলাতে। বুধ ও বৃহস্পতিবারে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।

কার্নিভালের জন্য চলবে বাড়তি মেট্রো

প্রতিবেদন : পুজোয় সপ্তমী থেকে দশমী, দুপুর থেকে পরিষেবা শুরু করলেও সারারাত পরিষেবা দিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শহরের লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে ভোররাত পর্যন্ত চলেছে মেট্রো। পরিকাঠামো তথৈবচ হলেও কোনওমতে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যাতায়াতে লাভবান হয়েছে মানুষ। এবার রবিবার পুজো কার্নিভালের দিনও দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে বাড়তি পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। আগামিকাল, ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম এবং গ্রিন লাইন অর্থাৎ সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত আপ ও ডাউন লাইনে ৩টি করে মোট ৬টি অতিরিক্ত মেট্রো চলবে। রাতের শেষ মেট্রোর পর ২০ মিনিট অন্তর মিলবে এই পরিষেবা। তবে পরদিন সোমবার, লক্ষ্মীপুজোর দিনে ব্লু লাইনে কমছে মেট্রোর সংখ্যা। স্বাভাবিক ২৭২টির পরিবর্তে চালানো হবে মোট ২৩৬টি মেট্রো।

'তারাসুন্দরী' আসছে বাংলার রঙ্গমঞ্চে, বিশেষ নিবেদনে গার্গী

■ 'তারাসুন্দরী'র পোস্টার লঞ্চ, রয়েছেন ব্রাত্য বসু, গার্গী রায়চৌধুরী-সহ অন্যেরা।

প্রতিবেদন: সিনেমা, ওটিটির যুগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শিল্পচর্চা আজ লুপ্তপ্রায়। বর্তমান সমাজে বাঙালির নাট্যসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আর কারিগরদের আজ সংরক্ষণ করার মতো পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাও এই পেশাকে ভালবেসে আজও কিছু কিংবদন্তি অভিনেতা, অভিনেত্রী সেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী। তাঁর সংস্থা থিয়েটার প্লাসের প্রথম নিবেদন 'তারাসুন্দরী'র পোস্টার প্রকাশ পেল শনিবার। উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার-অভিনেতা তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই নাটকের গুরুত্ব-সহ বর্তমানে নাট্য মঞ্চের কতটা প্রয়োজন সেই বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। বিনোদিনী দাসী, তিনকড়ি দাসী, তারাসুন্দরী ও প্রভা দেবীর জীবনদর্শনের কথা উল্লেখ করে ব্রাত্য বলেন, শিল্প যদি সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পরিত্যক্ত চরের মতো জায়গায় পৌঁছে যায় তাহলে তাকে সংরক্ষণ করার উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। অভিনেত্রীর উত্থান থেকে থিয়েটার প্রেম এবং পরবর্তীকালে ভুবনেশ্বর মন্দিরে চলে যাওয়ার নানা ঘটনাপ্রবাহের কথা জানান ব্রাত্য। অভিনেত্রীর আগ্রহ এবং উদ্যোগের প্রশংসা করেন শিক্ষামন্ত্রী। গার্গী রায়চৌধুরীর থিয়েটার প্লাসের প্রথম নিবেদন 'তারাসুন্দরী' মঞ্চস্থ হবে নভেম্বরের ১ ও ২ তারিখে। টলিউডের 'মহানন্দা' বলেন, তারাসুন্দরীর মতো দক্ষ গুণী অভিনেত্রীর বিশেষ কোনও আর্কাইভ নেই। সেভাবে খুঁজলে ছবিও মেলে না। নাট্য জগতের অন্যতম সেরা অভিনেত্রীকে নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায় না, কারণ তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। এবার মঞ্চে 'তারাসুন্দরী' হয়ে ঊনবিংশের রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীকে সবার সামনে তুলে ধরতে চলেছেন তিনি।

রাজ্য
5 October, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার দুপুরে বরানগরে সোনার দোকানে লুটপাট। শম্ভুনাথ দাস লেনের একটি দোকানের মধ্যে সিসিটিভি বন্ধ করে খুন স্বর্ণব্যবসায়ীকে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বরানগর থানার পুলিশ

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে ত্রাণ বিলি শুরু করলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : গত বৃহস্পতিবার ২ অক্টোবর বিকালে কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সন্দেশখালির পাথরঘাটা গ্রাম। শতাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত হন ৬ জন। এদের মধ্যে পাঁচ জন হাসপাতালে ভর্তি। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন

সন্দেশখালি

ক্ষতিগ্রস্ত সন্দেশখালির পাথরঘাটা গ্রামে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেই মতোই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। ত্রাণ, অ্যাসবেস্টার, ত্রিপল-সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করেন বিধায়ক। খুশি এলাকার মানুষ। ওই কয়েক মিনিটের ঝড়ে কাঁচা বাড়ি, পাকা বাড়ি থেকে শুরু করে বড় বড় গাছ এবং চাষের জমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ত্রাণ এবং সরকারি সাহায্যের আবেদন করছিল ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা। ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো শনিবার পর্যাপ্ত পরিমাণে সমস্ত রকম ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। বিধায়ক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির ছাদে অ্যাসবেস্টার তুলে দেন।

■ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির ছাদের অ্যাসবেস্টার দিচ্ছেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

বিসর্জন দিতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন ২ যুবক

সংবাদদাতা, হুগলি : প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন দুই যুবক। নিখোঁজ দুই যুবকের নাম অরূপ রায় (৩৬) ও অঙ্কুশ দাস (২৮)। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। বিসর্জনের জন্য ভদ্রেশ্বরের

শ্রীমানী ঘাটে যেতেই ঘটে যায় অঘটন। প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য জলে নেমেছিলেন ওই দুই যুবক। সেসময় গঙ্গায় জোয়ার চলায় জলের স্রোত ছিল। সেই স্রোতেই তলিয়ে যান দু'জন। ঘাটে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ, উপস্থিত লোকজন খোঁজ শুরু করেন। খবর পেয়ে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সন্ধের পরে গঙ্গায় শুরু হয় তল্লাশি। তবে রাত পর্যন্ত তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি।

■ সুরুচি সংঘের সিঁদুর খেলায় ক্লাব সদস্যারা। শনিবার মণ্ডপ-চত্বরে।

■ আন্তর্জাতিক মাড়ওয়ারি সম্মেলন দ্বারা স্ট্যান্ডেল হোটেলে আয়োজিত দণ্ডিয়া উৎসবের সূচনায় সস্ত্রীক সভাপতি দীনেশ বাজাজ।

শনিবারও বিসর্জন, তৎপর পুরসভা

■ সন্ধ্যায় বাজে কদমতলা ঘাট পরিদর্শনে শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

প্রতিবেদন : দ্বাদশীতেও বিসর্জনে জমজমাট কলকাতা। বৃহস্পতি, শুক্রের পর শনিবারও কলকাতার ১৮টি গঙ্গার ঘাট-সহ স্থানীয়ভাবে বহু জলাশয়ে প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় হল প্রতিমা নিরঞ্জন। এদিনও শহরের বহু বারোয়ারি ও ক্লাব কমিটি তাঁদের প্রতিমা বিসর্জন দিলেন। ঘাটে ঘাটে ছিল কলকাতা পুরসভার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, কলকাতা পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জলে রিভার ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি। বিসর্জনের পাশাপাশি চলে গঙ্গার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ঘাট সাফাইকার্য। নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গাদূষণের কথা মাথায় রেখে গঙ্গা থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে প্রতিমার কাঠামো। আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে লাগাতার সাফাই অভিযান চলছে পুরকর্মীদের। ঝাঁ-চকচকে রাখা হচ্ছে পুরসভার অধীনস্থ ঘাটগুলি। সন্ধ্যায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে বাজে কদমতলা ঘাটে পৌঁছে কাজ খতিয়ে দেখেন। কোথাও কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা তার খোঁজখবর নেন। কথা বলেন পুলিশ ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। সাংবাদিকদের মহানাগরিক জানান, এখানে বিসর্জনের জন্য আমাদের সবরকম প্রস্তুতি রয়েছে। পরশু, কাল এবং আজ বেশিরভাগ প্রতিমার নিরঞ্জন হয়ে গেল। বাকি যাঁরা কার্নিভালে যাবেন না, তাঁরা কালও এই ঘাটে বিসর্জন দিতে পারবেন। আর যাঁরা কার্নিভালে যাবেন, তাঁদের মধ্যেও বেশিরভাগ এই ঘাটেই আসেন। এখানে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। পুরসভার দায়িত্ব বাকি নিরঞ্জনের সবটা সামলানো। জল যাতে কোনওভাবে দূষিত না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখা হচ্ছে।

■ **'লাগে রহো মুন্নাভাই'-এর পরিচালক রাজকুমার হিরানির হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি প্রীতি এ সুরেকা। শনিবার দক্ষিণ কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে।**

সাংবাদিকের প্রয়াণ

প্রতিবেদন: প্রায় সপ্তাহ দুয়েক লড়াই করে অবশেষে শনিবার দুপুরে মৃত্যুর কাছে হার মানলেন সাংবাদিক সুবীর মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। গতমাসে নৈহাটির কাছে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনি। তারপর এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ছিলেন। শনিবার দুপুর সওয়া একটা নাগাদ হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রেখে গেলেন স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে। বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলে তিনি কাজ করেছেন। প্রেস ক্লাব কলকাতা তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।

বৃষ্টিবিঘ্নিত কার্নিভাল জেলায়

(প্রথম পাতার পর)

এরপর রবিবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে রেড রোডে শুরু হবে কার্নিভাল। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, টলিপাড়ার তারকা, খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, চিত্রপরিচালক ও ক্রীড়াবিদেরা। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, থিম-ভিত্তিক শোভাযাত্রা, নাচগান ও প্রতিমা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দুর্গা কার্নিভাল পরিণত হবে এক নক্ষত্রসমাবেশে।

কার্নিভালের আগেই শুক্রবার পর্যন্ত রেড রোডে চলেছে পূর্ণাঙ্গ মহড়া। প্রতিটি পুজো কমিটি নিজস্ব থিমে তৈরি করেছে শোভাযাত্রা— কোথাও বিশেষ পোশাক, কোথাও থিম সং, আবার কোথাও ঐতিহ্যবাহী নৃত্যানুষ্ঠান। শনিবার রাজ্যের অন্য জেলা শহরগুলিতেও একইভাবে দুর্গা কার্নিভাল আয়োজিত হবে।

উৎসব দেখতে সাধারণ মানুষের আগ্রহ চরমে। ভিড় সামলাতে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিস্তারিত নকশা তৈরি করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এজেসি বোস রোড, নিউ রোড ও লাভার্স লেনে পণ্যবাহী যান-চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত এক্সাইড মোড় থেকে হেস্টিংস ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তায় প্রতিমা নিরঞ্জন ছাড়া অন্য কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। এ-ছাড়া, যানজট এড়াতে দুপুরের পর এজেসি বোস রোড ক্রসিং থেকে উত্তরমুখী এবং মেয়ো রোডের পশ্চিমমুখী ট্রাফিকও সীমিত থাকবে। শুধুমাত্র দুর্গা কার্নিভালের স্টিকারযুক্ত গাড়িগুলিকেই রেড রোডে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পুজোর গর্ব তুলে ধরতে এই দুর্গা কার্নিভাল এখন কলকাতার অন্যতম আন্তর্জাতিক আকর্ষণ। বিদেশি পর্যটক ও রাজ্যের বাসিন্দাদের একসঙ্গে যুক্ত করে এটি পরিণত হয়েছে বাংলার ঐক্য, শিল্প এবং আনন্দের প্রতীক হিসেবে।

দূষণ রুখতে ইছামতীতে শুরু সাফাইয়ের কাজ

সংবাদদাতা, বসিরহাট : ইছামতীতে নিরঞ্জন করেই শুরু হয় টাকি, বসিরহাটের প্রতিমার বিসর্জনপর্ব। তাই বিসর্জন-শেষে ইছামতীর দূষণ রোখাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ থাকে প্রশাসনের কাছে। বিসর্জনপর্ব মিটতেই তাই ঘাটে-ঘাটে কাঠামো তোলার কাজ শুরু করল পুরসভা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার ছোট-মাঝারি-বড় পুজো হয়। বৃহস্পতিবার থেকে টাকির ইছামতী নদীতে বিসর্জন শুরু হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। ইছামতীর দূষণ রুখতে বাদুড়িয়া,

বসিরহাট, টাকি পুরসভার পুরকর্মীরা ঘাটে ঘাটে মা দুর্গার কাঠামো তোলার কাজ শুরু করেছে। সেই সঙ্গে শোলা, প্রতিমার রং-বেরঙের শাড়ি, অস্ত্রশস্ত্রও যাতে নদীতে পড়ে দূষণ না ছড়াতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এই গোটা বিষয়ে নজরদারি চালাচ্ছেন বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী, বাদুড়িয়া চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়েরা। দুর্গা প্রতিমা যত্রতত্র নদীতে না ফেলার জন্য এবং নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিমার নিরঞ্জন করার জন্য আগে থেকেই প্রচার চালানো হয়েছিল। সবমিলিয়ে সকাল থেকে কাঠামো তোলার কাজ শুরু করেছেন পুরকর্মীরা। সকাল থেকে ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল, গৌড়েশ্বর-সহ একাধিক নদী থেকে কয়েক হাজার কাঠামো তোলা হয়েছে।

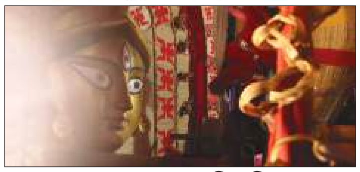

রায়গঞ্জে বাংলার কুটিরশিল্প টেরাকোটার সাজে

দশমীর রাতে ধূপগুড়িতে সড়ক-দুর্ঘটনায় মৃত ৪, পরিবারের পাশে তৃণমূল বিধায়ক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দশমীর রাতে উৎসবের আবহে মুহূর্তে শোকের ছায়া। ধূপগুড়ির ২ নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর পাশে বৃহস্পতিবার রাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। স্থানীয় যুবতীর্থ ক্লাবে চলছিল দুর্গোৎসব, উল্টো দিকে একটি দোকানের সামনে জনা বারো মানুষ আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ জলপাইগুড়ির দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে আসা একটি দ্রুতগতির স্করপিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেল ও দুটি সাইকেলকে ধাক্কা মেরে সোজা ঢুকে যায় রাস্তার ধারের দুটি দোকানে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও দমকল ক্রেন দিয়ে গাড়ি সরিয়ে উদ্ধার করে আহতদের। সাতজনকে দ্রুত ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গুরুতর আহত তিনজনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পথে মৃত্যু হয় আরও একজনের। বাকি দুজনের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যেকেই ধূপগুড়ি শহরের ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শুক্রবারই বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় আহতদের খোঁজখবর নিতে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আর্থিক সাহায্যও তুলে দেন। শোকপ্রকাশ করে বলেন, উৎসবের দিনে এমন প্রাণহানি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। আহতদের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ সুপার খাণ্ডবহালে উমেশ গণপতও।

দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের দেওয়া ২ লক্ষ টাকা সাহায্যের চেক তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

পাড়াতেই নিশীথকে কালো পতাকা দেখাল এলাকাবাসী

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়ার সময় নিজের বাড়ির এলাকা ভেটাগুড়িতে কালো পতাকা দেখতে হল কেন্দ্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে। ভেটাগুড়ি বাজারের কাছে। জানা গিয়েছে কোচবিহারের লোকসভা আসনে জিতে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন নিশীথ। কিন্তু এলাকার উন্নতির জন্য কিছুই করেননি। তাঁর টিকিও কেউ দেখতে পায়নি। গত লোকসভা নির্বাচনে তাই তাঁকে হারিয়েছেন তৃণমূলের সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে জয়ী হন সঙ্গীতা রায়। এরপরই ক্রমশ দুর্বল হয়েছে বিজেপির সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে বাড়ি থেকে বেরনোর পথে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় নিশীথকে।

কার্নিভালে এসে অসুস্থ, দ্রুত ব্যবস্থা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জে পুজো কার্নিভালের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা দর্শনার্থী। ঘটনাটি চোখে পড়তেই তৎপরতা দেখান মহিলা পুলিশ কর্মীরা। দ্রুত তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসন দ্রুত অসুস্থ মহিলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় খুশি সকলে।

আবর্জনার স্তূপে সদ্যোজাতর দেহ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দশমীর সিঁদুরখেলা শেষে মা দুর্গাকে বিদায় জানানোর আবহেই আরেক হৃদয়বিদারক ঘটনা, স্তব্ধ করে দিল সবাইকে। শনিবার সকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শিবমন্দিরের ধারে আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকতে দেখা গেল সদ্যোজাত এক শিশুকন্যার নিথর দেহ। মাটিগাড়া থানার পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। অনুমান, শুক্রবার গভীর রাতে শিশুটিকে ফেলে যায় কেউ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জানার চেষ্টা চলছে।

পাহাড় বৃষ্টিতে নাকাল, বিঘ্ন টিকা উৎসবে ধসে নেপালে আটকে ২০ হাজার পর্যটক

সংবাদদাতা, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি : পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছিল। ছিল কুয়াশাও। টানা দু দিনের বৃষ্টিতে লোকেরা সমস্যায় পড়েন। বিশেষত যাঁরা শহরে কাজ করছেন। এখন নেপালি সম্প্রদায়ের বৃহত্তম উৎসব টিকা চলছে। উৎসব উদ্‌যাপন করতে কেউ আত্মীয়স্বজনের কাছে যেতে পারছেন না। ভূমিধসের ভয়ে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে। পাশাপাশি প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত নেপাল। একাধিক অঞ্চলে ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা ও তুষারপাতের জেরে একাধিক রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে, ব্যাহত যান চলাচল। নেপালের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিভাগ জানিয়েছে, অন্তত ৬ অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকা-সহ দেশ জুড়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জারি করা হয়েছে। রাজধানীতে জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্য যান-চলাচল সাময়িকভাবে সীমিত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিমান পরিষেবা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত থাকলেও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট আপাতত চালু রয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড বিশেষ নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। পর্যটকদের সরকারি আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি নিয়মিত অনুসরণের পাশাপাশি নিবন্ধিত ট্রাভেল কোম্পানি ও অনুমোদিত গাইডের সঙ্গে ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে। ট্যুর অপারেটর ও ডিএমসি সংস্থাগুলিকে ভ্রমণকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন নেপালে প্রায় ২০ হাজার পর্যটক রয়েছেন। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

পুলিশের জালে দুই মাদক-পাচারকারী

সংবাদদাতা, মালদহ : মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৭ মাইল সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গ্রেফতার করা হল দুই পাচারকারীকে। ধৃতদের নাম রাকিব শেখ ও শুভম কুমার। রাকিব কালিয়াচকের বাসিন্দা, শুভম বিহারের। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৮১ গ্রাম হেরোইন, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শুভম রাকিবের কাছ থেকে মাদক নিয়ে বিহারে পাচারের তালে ছিল। কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের বিডিও সুকান্ত সিকদারের উপস্থিতিতে বাজেয়াপ্ত করা হয় মাদক। রবিবার ধৃতদের জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে।

খেতে জলসেচ দিতে গিয়ে হাতির আক্রমণে জখম ২

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মালবাজার ব্লকের বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সোনালি চা-বাগানে শনিবার সকালে ধানের খেতে জলসেচ দিতে গিয়ে বুনো হাতির হামলায় জখম হন দুই শ্রমিক। নাম রঞ্জিত ওঁরাও (৫৫) ও সিলভেস্টার ওঁরাও (৬৫)। দুজনেই সোনালি চা-বাগানের বাসিন্দা ও শ্রমিক। তাঁদের লিস নদীর ধারে আবাদি জমি রয়েছে। শনিবার সকালে জমিতে জলসেচ দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎ একটি হাতির দল ধানখেতে ঢুকে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে পালাতে গেলে এক বুনো হাতি রঞ্জিতকে শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারে। তাঁর পা ভেঙে যায় এবং কোমরে গুরুতর আঘাত লাগে। অপর শ্রমিক সিলভেস্টারও আঘাত পান, তবে তাঁর আঘাত গুরুতর নয়। রঞ্জিতকে দ্রুত মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। সিলভেস্টারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের কর্মীরা। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম দুই শ্রমিকের চিকিৎসার খরচ বন দফতরই বহন করবে।

শিলিগুড়ি ২য়

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বর্ণাঢ্য মিছিলে নাচগানের আয়োজন করেছিল ক্লাবগুলো। প্রচুর মানুষ এলেও কড়া পুলিশি আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় কার্নিভাল। মহানন্দা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের পর কাঠামো তুলে রাখতে পুরনিগমের ১৬টি জেসিবি ছিল। কার্নিভালে উপস্থিত মেয়র গৌতম দেব বলেন, কলকাতার পর অন্যতম সেরা কার্নিভালের আয়োজন শিলিগুড়িতে হয়। দেখতে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসেন শিলিগুড়িতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

5 October, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রা জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভালের মুহূর্ত

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের দুর্গাপুজোর কার্নিভালে রয়েছেন সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, সাংসদ জুন মালিয়া, পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, জেলা সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি, জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার প্রমুখ।

■ বারাকপুর চিড়িয়ামোড়ে জেলার পুজো কার্নিভালে উপস্থিত দমদমের সাংসদ সৌগত রায়, বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ও সনৎ দে, বারাকপুর, টিটাগড়, খড়দহ, কামারহাটি, বরানগরের পুরপ্রধান যথাক্রমে উত্তম দাস, কমলেশ সাউ, নিলু সরকার, গোপাল সাহা, অপর্ণা মল্লিক প্রমুখ।

■ হুগলির কার্নিভালে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধুনুচি নাচ।

■ ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই শনিবার জনসমুদ্রে পরিণত পুরুলিয়া শহরে পুজো কার্নিভালে জেলাশাসক রজত নন্দা, পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, দুই বিধায়ক সুশান্ত মাহাত ও রাজীবলোচন সরেন, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত প্রমুখ।

■ ঝাড়গ্রামের পুজো কার্নিভাল। ঝাড়গ্রামের পাঁচমাথার মোড়ে জেলার পুজো কার্নিভালে বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত ও দেবনাথ হাঁসদা, সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডি, পুরপ্রধান ও জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল এবং পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহার উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রদান।

■ বাঁকুড়ার পুজো কার্নিভালে নৃত্য-প্রদর্শনে স্থানীয় শিল্পীরা।

■ বসিরহাটে কার্নিভালের সূচনায় বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বৃষ্টি উপেক্ষা করেই কাতারে কাতারে মানুষ উপভোগ করলেন বর্ধমানের পুজো কার্নিভালের আনন্দ। কার্জন গেটের মঞ্চে ছিলেন টলিউডের নায়ক-নায়িকা অঙ্কুশ হাজরা ও কৌশানি মুখোপাধ্যায় ছাড়াও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ শর্মিলা সরকার, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস-সহ জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তা এবং জেলার বিধায়কেরা।

■ হাওড়ার কার্নিভালে দুই মন্ত্রী অরূপ রায় ও মনোজ তিওয়ারি, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের মেন্টর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা।

■ কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে নদিয়া জেলার পুজো কার্নিভাল মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, জেলাশাসক এস অরুণপ্রসাদ, করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়, শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার আশিস মৌর্য-সহ অন্যেরা।

■ সিউড়িতে দুর্গা কার্নিভালে পুরস্কৃত হল এলাকার একাধিক ক্লাব।

■ বহরমপুর ওয়াইএমসিএ মাঠে জেলার পুজো কার্নিভালের মঞ্চে উপস্থিত জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, জেলা সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা প্রমুখ।

■ তমলুকের পুজো কার্নিভাল।

■ উলুবেড়িয়ার কার্নিভালে মন্ত্রী পুলক পায়, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, বিদেশ বসু প্রমুখ।

■ পুজো কার্নিভাল এবং মিলনমেলা হল ইসলামপুরে, শুক্রবার, মহকুমা ও পুর প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে, কোর্ট ময়দানে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শুরু হয় কার্নিভাল। প্রতীকী রাবণবধ করা হয়। নানা আতশবাজির প্রদর্শনও হয়। এছাড়াও পুর এলাকার সেরা ছটি পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়। বিভিন্ন ক্লাবের তরফে রাতভর চলে প্রতিমা বিসর্জন। মহকুমাশাসক প্রিয়া যাদব, চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিডিও দীপান্বিতা বর্মনেরা সতর্ক নজরদারি চালিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

5 October, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রা জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভালের মুহূর্ত

■ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত চাঁপাডালি মোড়ে উপস্থিত পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলাশাসক শরদ দ্বিবেদী, পুলিশ সুপার-সহ বিশিষ্টজনেরা।

■ বারুইপুরের পুজো কার্নিভালে উপস্থিত রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক লাভলি মৈত্র, ফেরদৌসি বেগম, এডিএম অনীশ দাশগুপ্ত, এসপি পলাশচন্দ্র ঢালি, মহাকুমাশাসক চিত্রদীপ সেন প্রমুখ।

■ ডায়মন্ড হারবারের মহেশতলায় উপস্থিত মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বিধায়ক অশোককুমার দেব, আবদুল খালেক মোল্লা, দুলালচন্দ্র দাস, জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত, এডিএম সাদ্দাম নাভাস, এসপি বিশপ সরকার-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি।

■ মথুরাপুর সাংসদ এলাকার কাশীনগরে অনুষ্ঠিত কার্নিভালে নৃত্য পরিবেশন। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বাপি হালদার, মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, এডিএম সৌমেন পাল, মহাকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ-সহ মথুরাপুর লোকসভার অন্তর্গত বিধায়কেরা।

■ জয়নগর সাংসদ এলাকার নিমপীঠে অনুষ্ঠিত কার্নিভ্যালে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, গণেশচন্দ্র মণ্ডল, নমিতা সাহা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, এডিএম ভাস্কর পাল-সহ অন্যেরা।

■ রায়গঞ্জে কার্নিভালে মহিষাসুর বধ।

■ বৃষ্টি উপেক্ষা করে কোচবিহারে কার্নিভাল।

■ বৃষ্টির কারণে দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাটে বিকেল চারটের বদলে কার্নিভাল ছটার পর শুরু হয় শহরের চকভবানী এলাকায়। জেলার সাতটি ক্লাব অংশ নেয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু করেন ক্রেতাসুরক্ষামন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, বিধায়ক রেখা রায়, তোরাফ হোসেন মন্ডল প্রমুখ।

■ শনিবার সকাল থেকেই বৃষ্টির দাপট। একটু অবস্থার উন্নতি হতেই শুরু কার্নিভাল। ইংরেজবাজার শহরের ৪২০ মোড় থেকে রথবাড়ি পর্যন্ত। অংশ নেয় মালদহের ১৬টি ক্লাব। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ও প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ও সাবিনা ইয়াসমিন। ছিলেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, নীহাররঞ্জন ঘোষ, সমর মুখার্জি, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, মৌসম নুর প্রমুখ।

■ শিলিগুড়িতে কার্নিভালের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন রঞ্জন সরকার, পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর প্রমুখ। এ-বছর ১২টি ক্লাব অংশ নেয়। হাসমিচক থেকে সেবক মোড় হয়ে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন লালমোহন মৌলিক ঘাটে বিসর্জন হয়।

■ বারাসতের কার্নিভালে ঢাকিদের উপস্থাপন।

■ আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন কার্নিভালের সময় এগিয়ে এনেছিল। তাতেও বাঁচা গেল না বৃষ্টির হাত থেকে। তা উপেক্ষা করেই মানুষ মেতে উঠল আনন্দে। ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক প্রমুখ।

আমার বাংলা

5 October, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাখির চোখ বিধানসভা ভোট, ২২৩টি অঞ্চলে বিজয়া সম্মিলনীর নির্দেশ দিল জেলা তৃণমূল

সংবাদদাতা; তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পাখির চোখ করে জেলার ২২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই বিজয়া সম্মিলনী করতে চায় তৃণমূল। এই লক্ষ্যেই দলের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে প্রতিটি অঞ্চলেই বিজয়া সম্মিলনী করার নির্দেশ দিল তৃণমূল। দলের নবীন-প্রবীণ কর্মীদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনে হারা এলাকাগুলি পুনরুদ্ধার করতে চান জেলা নেতৃত্ব। পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের দুটি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের মধ্যে রয়েছে দুটি মহকুমা। যার মধ্যে রয়েছে ১২টি ব্লক এবং ৩টি পুরসভা। এছাড়াও মোট অঞ্চলের সংখ্যা ১২০টি। এই ১২০টি অঞ্চলেই বিজয়া সম্মিলনী করতে হবে স্থানীয় নেতৃত্বকে। ইতিমধ্যে জেলা থেকে প্রতিটি ব্লক সভাপতির কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি ব্লক এবং অঞ্চলে বিজয়া সম্মিলনী শেষ করে আগামী ১৮ তারিখ তমলুকের নিমতৌড়িতে জেলা তৃণমূলের তরফে বিজয়া সম্মিলনী করা হবে। তমলুক সাংগঠনিক জেলায় আগে মোট ১১জন ব্লক সভাপতি এবং তিনজন টাউন সভাপতি ছিলেন। তবে সম্প্রতি তমলুকে নতুন ২টি ব্লক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের মধ্যেই পড়ছে নন্দীগ্রাম বিধানসভা। ক'দিন আগে সমস্ত ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা হলেও এই বিধানসভায় এখনও তা করা হয়নি। তবে বিজয়া সম্মিলনীতে যাতে এলাকায় কোনও ফাঁকফোকর না থাকে তার জন্য বাড়তি নজর রেখেছেন জেলা নেতৃত্ব। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, প্রতিটা ব্লকের সভাপতিরা অঞ্চলে অঞ্চলে বিজয়া সম্মিলনী করবেন। শেষে জেলায় বিজয়া সম্মিলনী হবে। দলের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করতে এই উদ্যোগ। অন্যদিকে, কাঁথি সংগঠনিক জেলা তৃণমূলের মধ্যে রয়েছে ১৩টি ব্লক এবং ২টি পুরসভা। যেখানে মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১০৩টি। এখানেও প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজয়া সম্মিলনী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা কাঁথি সাংগঠনিক জেলায় কোন ব্লকে কবে বিজয়া সম্মিলনী হবে শনিবার তা নিয়ে অন্যান্য নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা। বিজয়া সম্মিলনীতে মূলত মানুষের মন জয় করতে বিজেপি-বিরোধী কোন কোন ইস্যু তুলে ধরা হবে তা নিয়েও নির্দেশ দেন জেলা নেতারা। পীযূষকান্তি পণ্ডা বলেন, ব্লক থেকে অঞ্চল আমরা সর্বস্তরেই বিজয়া সম্মিলনী করতে নির্দেশ দিয়েছি। আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে এখান থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু হবে।

মুর্শিদাবাদে বোমা বিস্ফোরণ মৃত এক, নিখোঁজ একাধিক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ডোমকলের ঘোড়ামাড়া এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানা এলাকা। শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার ছেতিয়ানি-ঘোষপাড়া এলাকার একটি জঙ্গল ঘেরা মাঠ সংলগ্ন নির্মীয়মাণ বাড়িতে বোমা বাঁধছিল মির্জাপুর এবং তকিপুর এলাকার বেশ কিছু দাগি দুষ্কৃতী। সেই সময় কয়েকটি বোমা ফেটে যায় বলে জানা যায়। বিস্ফোরণে বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়ে বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনায় তকিপুর এলাকার বাসিন্দা ওসমান শেখের মৃত্যু হয়। ভাগীরথী নদীর ধারে তার দেহ পুঁতে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় ওয়াজ করিমকে আটক করে জেরা চালিয়ে পুলিশ মৃতদেহের খোঁজ পায়। পাশাপাশি ওই বাড়ির আশপাশ থেকে মাটিতে পুঁতে রাখা কয়েকটি প্লাস্টিকের জেরিক্যান থেকে প্রায় শতাধিক সুতলি বোমা উদ্ধার হয়ে বলে স্থানীয়দের দাবি। পুলিশের তরফে বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয় জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা বোমা উদ্ধার করে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য। স্থানীয়রা জানান, ওসমান ছাড়াও ওই বাড়িতে শুক্রবার রাতে কমপক্ষে ৬-৭ জন এলাকার পরিচিত বোমা তৈরির কারিগর হাজির ছিল। জেলা পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, যেখানে বোমা তৈরি চলছিল তার কাছেই একটি বেসরকারি কোম্পানির কয়েক একর পরিত্যক্ত জমি বেআইনিভাবে কিছু মানুষ দখল করে নিচ্ছিল। জমিদখলকে ঘিরে সম্প্রতি এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনার পর পুলিশ ওই জমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। পুলিশের অনুমান, বেআইনিভাবে জমিদখলের জন্যই বোমা মজুত করা হচ্ছিল। রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরি বলেন, স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে শুনেছি বোমা তৈরির সময় একজন মারা গিয়েছে এবং কয়েকজন আহত হয়েছে। তবে নিহত-আহতদের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে জেনেছি। পুলিশকে অনুরোধ, ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। অন্যদিকে জেলা পুলিশ জানায়, ডোমকলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত ছিদ্দতন খাতুনের স্বামী গফুর মণ্ডলকে বাড়িতে বোমা মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবারেই গফুরের বাড়ির একটি ঘরে মজুত রাখা বোমা ফেটে মৃত্যু হয় ছিদ্দতন খাতুনের।

বিসর্জনে মদ্যপদের বাধা, পুলিশকে মেরে ধৃত দুই

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার উজিরপুরে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে ব্যাপক অশান্তি ছড়ায়। ঘটনায় এক পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হন। তাঁকে প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যালে ভর্তি করা হলেও পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। দামোদর নদে জল বেড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ দ্রুত প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করে। সেই সময় কিছু মদ্যপ যুবক পুলিশের সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর করা হয়, পরে পুলিশের উপর ইটবৃষ্টি শুরু হয়। হামলায় পুলিশকর্মী শুভেন্দু গুঁই আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাতেই দুই অভিযুক্ত সমর বাউরি ও মঙ্গল বাউরিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অন্য এক অভিযুক্ত, অভিজিৎ বাউরি পলাতক। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এসডিপিও (সাউথ) অভিষেক মণ্ডল জানান, দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

বাজারে পড়ে যাওয়া লক্ষাধিক টাকার ব্যাগ ৬ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের হাতে ফেরাল পুলিশ

একেই বলে সতর্কতা ও দ্রুত তৎপরতা! ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার আগেই বাজার এলাকায় পড়ে গিয়েছিল লক্ষাধিক টাকা। খবর পেয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ উদ্ধার করল টাকা ভর্তি সেই ব্যাগ এবং তা ফিরিয়ে দিল প্রকৃত মালিকের হাতে। শুক্রবার দুপুরে বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা প্রত্যুষকুমার বেরা দুপুর দুটো নাগাদ বাইকে চেপে ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা নিয়ে বেলিয়াবেড়া বাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে জমা করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অসাবধানতাবশত টাকার ব্যাগটি বাজার এলাকায় পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি বেলিয়াবেড়া থানায় জানান। সেইমতো পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দেখা যায়, এক ব্যক্তি টাকার ব্যাগটি কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এরপর পুলিশ ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তার বাড়ি পৌঁছে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুরো টাকা। মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যেই সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয় প্রকৃত মালিকের হাতে। বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল বলেন, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে পুরো টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

টানা বৃষ্টি, ডিভিসি-র ছাড়া জলে ফের প্লাবনের আশঙ্কায় ঘাটাল, চন্দ্রকোনা

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : নিম্নচাপের জেরে দফায় দফায় ভারি বৃষ্টির পাশাপাশি ডিভিসির ছাড়া জল মিলে ফের প্লাবনের আশঙ্কায় ঘাটাল, চন্দ্রকোনার নদীতীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। ভারী বৃষ্টির জেরে চন্দ্রকোনায় শিলাবতী নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে, জল বইছে কানায় কানায়। ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন নদীগুলির জলস্তর বাড়ার দিকে নজর রাখছে। শনিবার প্রশাসন জানিয়েছে, শিলাবতী নদীর জল প্রাথমিক বিপদসীমা ছুঁতে চলেছে। এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নদীতীরবর্তী এলাকার মানুষজন। পুজোর কদিন আগে পর্যন্ত প্লাবিত ছিল ঘাটাল। এবছর দফায় দফায় একাধিকবার প্লাবনের সম্মুখীন হয় চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, দাসপুরের বিভিন্ন এলাকা। বর্ষার শুরুতে ভেঙেছিল শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর একাধিক বাঁধ। কোথাও স্থায়ী, কোথাও অস্থায়ীভাবে মেরামতি হলেও নদী তীরবর্তী অঞ্চলের

মানুষজন আশঙ্কিত গ্রামগুলির সুরক্ষা নিয়ে। গ্রামবাসীরা জানান, যেভাবে দফায় দফায় ভারী বৃষ্টি হচ্ছে আর ডিভিসি জল ছাড়ছে তাতে পাল্লা দিয়ে জল বাড়ছে নদীগুলিতে। ফলে পুজো মিটতেই ফের কপালে চিন্তার ভাঁজ চন্দ্রকোনা, ঘাটালের বাসিন্দাদের। তবে এখনই উদ্বেগের কিছু নেই মনে করছে প্রশাসন।

বাতিল শতাধিক লোকাল, বহু এক্সপ্রেস, সমস্যায় ট্রেন-যাত্রীরা

সংবাদদাতা, খড়্গপুর: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনের অধীন কোলাঘাট স্টেশনের ইয়ার্ড আধুনিকীকরণ-সহ নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। চলবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। এর ফলেই খড়গপুর ডিভিশনের অধীন হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে ১১৯টি লোকাল ট্রেন ও ৬টি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

খড়্গপুর

এছাড়াও ১৫টি এক্সপ্রেস ট্রেনের সময় বদল হয়েছে। ফলে দুর্গাপুজোর পরেই চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছেন খড়্গপুর ডিভিশনের হাজার হাজার নিত্যযাত্রী-সহ সাধারণ মানুষ। খড়্গপুর ডিভিশনের তরফে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৪ অক্টোবর ১২টি, ৫ অক্টোবর ২টি, ৬ অক্টোবর ১২টি, ৭ থেকে ৯ অক্টোবর ১৪টি, ১০ অক্টোবর ১৩টি, ১১ অক্টোবর ১৪টি, ১২ অক্টোবর ৬টি এবং ১৩ অক্টোবর ৬টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি হাওড়া-মেদিনীপুর, হাওড়া-খড়্গপুর, হাওড়া-পাঁশকুড়া প্রভৃতি লাইনে চলে। অন্যদিকে, আগামী ১০ অক্টোবর খড়্গপুর ডিভিশনের মোট ৬টি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা

হয়েছে। এগুলি হল হাতিয়া-হাওড়া-হাতিয়া এক্সপ্রেস, হাওড়া-চক্রধরপুর-হাওড়া এবং হাওড়া-বোকারো স্টিল সিটি-হাওড়া এক্সপ্রেস। আগামী ৮ থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে ১৫টি এক্সপ্রেসের সময় ১ থেকে ৩ ঘণ্টা বদলকরা হয়েছে। রেলের এই সিদ্ধান্তে চরম সমস্যায় পড়তে চলেছেন বিভিন্ন লাইনের সাধারণ রেলযাত্রীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

১১
৫ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

5 October 2025 • Sunday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

ফের পাকিস্তানি ড্রোন জম্মু-কাশ্মীরের ভারত-পাক সীমান্তে? শুক্রবার রাতে রামগড় সেক্টরের নাঙ্গা গ্রামে একটি উড়ুক্কু যান পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এ-পারে ঢুকেছে বলে জানান গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে তল্লাশিতে নামে সেনা-পুলিশের যৌথবাহিনী। সতর্কতা জারি করা হয় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বয়ান দিলেন স্ত্রী গরিমা

বিষ খাইয়ে জুবিনকে খুন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ব্যান্ডসদস্য

গুয়াহাটি: জুবিনকে কি আসলে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে? অভিযোগের তীর ম্যানেজার সিদ্ধার্থর দিকেই। সিঙ্গাপুরে জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর দাবি ব্যান্ড সদস্যের। জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সমস্ত তথ্য উগরে দিলেন সিট আধিকারিকদের জেরার মুখে। পাশাপাশি জুবিনের দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তুলে দেওয়া হল তাঁর স্ত্রী গরিমার হাতে। স্বামীর মৃত্যু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শুক্রবারই মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিজের বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, জোর করে জলে নামানো হয়েছে জুবিনকে। প্রথমদিকে অন্য কথা বললেও ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন গরিমা। লক্ষণীয়, ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে সিদ্ধার্থ-সহ মোট ৪ জনকে। গ্রেফতারের তালিকায় আছেন জুবিনের দলের সদস্য শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং সহগায়িকা অমৃতপ্রভা মহান্ত। তবে সিদ্ধার্থকে অযথা হেনস্থা করা হচ্ছে বলে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁর দলেরই এক সদস্য। সিট তদন্তকারীদের জেরার সময় জুবিনের টিমের ড্রামার শেখরজ্যোতি গোস্বামী জানিয়েছেন, সিঙ্গাপুরে প্যান পেসিফিক হোটেলে জুবিনের সঙ্গে ছিল ওঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ। তাঁর মৃত্যুর আগে সিদ্ধার্থ ভীষণ রহস্যজনক আচরণ করছিল। মৃত্যুর দিন সিদ্ধার্থ জোর করেই বোটের গতিবিধি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। এমনকী বোটচালককেও সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বাকি সমস্ত যাত্রীদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। আর কেউ যাতে এই বিষয়ে কথা না বলেন, সেই নির্দেশও দিয়েছিল অন্য আরেক জনকে। জলের মধ্যে জুবিনদার যখন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, তখন ওঁর ম্যানেজার চিৎকার করে বলেছিল- ওকে ছেড়ে দাও। তদন্তকারীদের কাছে শেখরজ্যোতি বলেন, জুবিনদা নিজে ভাল সাঁতারু ছিল। ও আমাকে আর সিদ্ধার্থকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছে। ওঁর পক্ষে জলে ডুবে মরে যাওয়া অসম্ভব। অনুষ্ঠানের আয়োজক শ্যামকানু মোহন্তের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধার্থই জুবিনদাকে বিষ খাইয়েছে। এবং ইচ্ছে করেই সিঙ্গাপুরকে বেছে নিয়েছিল। এমনকী সিদ্ধার্থ কাউকে ওই বোটের ভিডিও শেয়ার করতেও বারণ করেছিল। সিঙ্গাপুরে হওয়া জুবিনের দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দু'দিন আগেই ভারতীয় হাই কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছিল সিঙ্গাপুর পুলিশ। ২ অক্টোবর সেই রিপোর্ট পেয়েছিলেন গরিমা। জুবিনের মৃত্যুর তদন্তে গঠিত স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম-এর তরফে মরমী দাস, শনিবার, জুবিনের বাড়ি গিয়ে গরিমার শইকিয়া গর্গের হাতে রিপোর্টটি তুলে দেন। তবে সেই রিপোর্ট সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত গরিমার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে জুবিনের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের দুবার ময়নাতদন্ত হয়েছে। এদিকে জুবিন গর্গের মৃত্যু রহস্যের কিনারা করতে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করল অসম সরকার। অনুমতি দিল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। কমিশনের প্রধান হচ্ছেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমিত্র সাইকিয়া। জুবিনের মৃত্যু নিয়ে যে কোনও তথ্য কমিশনকে জানাতে পারবেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বলা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

ফুঁসছে সমুদ্র, মহারাষ্ট্রে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'শক্তি'

প্রবল বৃষ্টির দাপটে বিধ্বস্ত ওড়িশায় মৃত ২, জখম বহু

ভুবনেশ্বর ও মুম্বই: উৎসবের মরশুমে প্রবল দুর্যোগের অশনিসঙ্কেত পূর্বে বঙ্গোপসাগর উপকূলে ওড়িশায় এবং পশ্চিমে আরব সাগর উপকূলের মহারাষ্ট্রে। শুধু অশনিসঙ্কেত বললে ভুল হবে, প্রবল বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত ওড়িশার একটা বড় অংশ। শুক্রবার থেকে একটানা ভারী বৃষ্টির দাপটে ৩টি জেলায় নেমেছে ব্যাপক ধস। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২ জনের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। তবে একটানা বৃষ্টির দাপটে শুধু উপকূলের জেলাগুলোই বিপর্যস্ত হয়নি, বিধ্বস্ত পশ্চিম ওড়িশাও। গজপতি, রায়গড়া, কোরাপুট-এই ৩ জেলারই বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামে। গজপতির বস্তিগুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ধসে মৃত্যু হয়েছে ত্রিনাথ নায়েক নামে এক গ্রামবাসীর। মেরিপল্লি গ্রামে ধসে প্রাণ হারিয়েছেন লক্ষ্মণ নায়েক। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর বাড়িঘরও।

এদিকে পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের দিকে ধেয়ে আসছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'শক্তি'। উৎস উত্তর-পূর্ব আরব সাগরে। দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে পশ্চিমদিকে। শনিবার রাতের মধ্যেই সেটি আকার নিচ্ছে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের। প্রাথমিকভাবে সেটির অবস্থান গুজরাতের দ্বারকা থেকে ২৫০ কিমি পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে। ৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবল দুর্যোগের সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে পারে মুম্বই, থানে, পালঘর, রায়গড়, রত্নগিরি এবং সিন্ধুদুর্গে। ঘূর্ণিঝড়টি স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে বাড়বে বাতাসের গতিবেগও। হতে পারে ঘন্টায় ৬৫ কিমিরও বেশি। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। প্লাবিত হতে পারে উত্তর কোঙ্কণের নিচু এলাকা। বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে সরকার। প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং উদ্ধারকারী দল।

এদিকে ওড়িশায় ভারী বৃষ্টির চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৭টি জেলায়। পুরী, গঞ্জাম, গজপতি, রায়গড়, কোরাপুট, কোরাপুট এবং কন্ধমালে। ১৬টি জেলায় হতে পারে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। প্রবল দুর্যোগে বিঘ্নিত হয়েছে সড়ক ও রেল যোগাযোগ। বাতিল করা হয়েছে বেশ কিছু ট্রেন।

মোদির কেন্দ্রে উন্নয়নের হাল

■ খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে নিকাশি ব্যবস্থা। শুক্রবার রাতভর বৃষ্টিতে জনজীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত বারাণসীতে। শহরে কোথাও জমেছে হাঁটুজল, কোথাও আবার কোমর-সমান জল। বিএইচইউ চত্বরে স্যর সুন্দরলাল হাসপাতালেও হাটুজল। প্রচণ্ড দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, এই কি ডবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের নমুনা?

তেজস্বীই বিহারে বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী, স্পষ্ট ইঙ্গিত

পাটনা: বিহারে বিরোধীজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে চলেছেন লালুপুত্র আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবই। বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনিই সর্বসম্মতভাবে হতে চলেছেন মহাগঠবন্ধনের মুখ। সংবাদসংস্থার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন মহাগঠবন্ধনের অন্যতম শরিক সিপিআইএমএল নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। তবে এটিই প্রথম ইঙ্গিত নয়, সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব মাস খানেক আগেই পাটনায় লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে দেখা করতে এসে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আমি নিশ্চিত, তেজস্বী বিহারে পরবর্তী সরকার গঠন করবেন। অখিলেশের আশ্বাস, সামনের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব তেজস্বীকে। যাতে বিহারে পরবর্তী সরকার গঠন করেন তিনি। অগ্রগতির পথে নিয়ে যান বিহারকে। অখিলেশের কথায়, তেজস্বী বিহারের যুবকদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন, যা বিহারের জোর করে অভিবাসনের অবসান ঘটাবে।

লক্ষণীয়, ভোটের অধিকার যাত্রার শেষলগ্নে মঞ্চে রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদবের পাশে দাঁড়িয়েই বিহারে ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করে দিয়েছিলেন তেজস্বী। বলেছিলেন, বিহারের প্রতিটি আসনে প্রার্থী আমিই। ইন্ডিয়া জোটের সিলমোহরের অপেক্ষা না করেই। রাহুল এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও অখিলেশ বলেছিলেন, তেজস্বী ইতিমধ্যেই যোগ্য নেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তেজস্বীই মুখ্যমন্ত্রী পদের যোগ্য দাবিদার।

সম্পত্তির লোভে শাশুড়ি-নির্যাতন

গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব): সম্পত্তির লোভ কতটা নীচে নামাতে পারে মানুষকে! বৃদ্ধা শাশুড়ির উপরে অমানবিক নির্যাতন চালাল পুত্রবধূ। দাবি, সম্পত্তি লিখে দিতে হবে তার নামে। বিধবা শাশুড়িকে টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে চুলের মুঠি ধরে চড়-থাপ্পড়ের বন্যা বইয়ে দিল গুণধর বধূ। তারপরে শুরু হল স্টিলের গ্লাস দিয়ে আঘাতের পর আঘাত। ঠাকুমার উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল তাঁর নাতি। নির্যাতনকারী মা-কে বারবার সাবধান করে দিলেও থামানো গেল না তাকে। শেষে পুরো নির্যাতনের দৃশ্য ভিডিওবন্দি করে তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিল নাতি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে রাজ্য মহিলা কমিশন।

মোদিরাজ্যে মন্দিরের পথে আক্রান্ত হলেন দলিত যুবক

আমেদাবাদ: মোদির গুজরাতে দলিত নির্যাতন ক্রমশই হয়ে উঠছে মাত্রাছাড়া। মন্দিরে প্রবেশের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে পিছড়েবর্গদের। এমনই এক অমানবিক ঘটনার সাক্ষী হল হিম্মতনগর। মন্দিরে যাওয়ার পথেই আক্রান্ত হলেন দলিত যুবক শৈলেশ সোলাঙ্কি। বালুচপুরের কাছে রাস্তায় গাড়ির জন্য অপেক্ষা করার সময়ই আক্রান্ত হন তিনি। তাঁকে জাত তুলে গালিগালাজ করার পরে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। তারপরে স্কুটারে চাপিয়ে কয়েক কিলোমিটার দূরে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয় শৈলেশকে। হুমকি দেওয়া হয়, আর কখনও মন্দিরের ধারেকাছে দেখা গেলে পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। পুলিশে দায়ের করা অভিযোগে শৈলেশ জানিয়েছেন, স্থানীয় একজন ব্যক্তিই মূলত হামলা চালায়। তাঁর গন্তব্য জানতে চায়। জানতে চায় জাতও। দেখাতে বলে আধার কার্ড। তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপরে। পুলিশ গ্রেফতার করেছে মূল অভিযুক্তকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় উঠেছে মোদিরাজ্যে। প্রশাসনের অপদার্থতার দিকে আঙুল তুলেছে আমজনতা।

দেশ বিদেশ
5 October, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইতালিতে বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন নাগপুরের এক ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী। সেদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে মৃত দম্পতির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। পরিবারের বাকিদের দেশে ফেরানোর পদক্ষেপ করা হচ্ছে

ইউক্রেনের রেলস্টেশনে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, হতাহত প্রায় ৩০

বর্বরতা চলছে, নিন্দায় জেলেনস্কি

কিয়েভ : ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলীয় সুমি অঞ্চলের একটি রেল স্টেশনে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় শনিবার অন্তত ৩০ জন হতাহত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই বিমান হামলাকে 'বর্বর' বলে উল্লেখ করে বিশ্বকে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ হ্রিহোরভ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, এই হামলাটি শোস্টকা থেকে কিয়েভ অভিমুখী একটি ট্রেনকে লক্ষ্য করে করা হয়েছিল।

রুশ হামলার পর প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি 'এক্স'-এ একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্রেনের বগিগুলি আগুনে জ্বলছে, ধাতব কাঠামো বেঁকে গেছে এবং জানালাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। স্থানীয় গভর্নর নিশ্চিত করেন, হামলার খবর পেয়ে সমস্ত জরুরি পরিষেবা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাহায্য শুরু করেছে এবং হতাহতদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, ইউক্রেনীয় রেলওয়ের কর্মী এবং যাত্রীরা হামলার শিকার হয়েছেন। শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায়

হতাশ জেলেনস্কি মস্কোর বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করেছেন। তিনি রাশিয়াকে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত হানার জন্য অভিযুক্ত করে এদিনের ঘটনাকে একটি সন্ত্রাসবাদী কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মন্তব্য, এ-ধরনের ঘটনা উপেক্ষা করা উচিত নয় বিশ্বের। জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়ানরা নিশ্চিতভাবে জানত যে তারা বেসামরিকদের উপর আঘাত হানছে। এটি এমন সন্ত্রাস, যা বিশ্ব উপেক্ষা করতে পারে না। জেলেনস্কির কথায়, আমরা ইউরোপ এবং আমেরিকার কাছ থেকে কঠোর বক্তব্য শুনেছি, এখন সেগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার সঠিক সময়। এই সাম্প্রতিক হামলাটি গত দুই মাস ধরে ইউক্রেনের রেল অবকাঠামোতে মস্কোর প্রায় প্রতিদিনের বিমান হামলার অংশ। ঠিক একদিন আগে মস্কো খারকিভ এবং পোলতাভা অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় গ্যাস ও তেল কোম্পানি নাফটোগাজের সাইটগুলিতে ৩৫টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৬০টি ড্রোন নিক্ষেপ করেছিল। নাফটোগাজের সিইও সের্গি কোরেটস্কি জানান, এই হামলায় গ্যাস উৎপাদনের সুবিধাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে এবং তিনি এটিকে গ্যাস ভাণ্ডারের উপর যুদ্ধের সবচেয়ে বড় আক্রমণ বলে বর্ণনা করেন। আঞ্চলিক গভর্নরের মতে, এই হামলার ফলে ৮,০০০-এরও বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন। কোরেটস্কি ফেসবুকে উল্লেখ করেন, এই ধরনের হামলার কোনও সামরিক যৌক্তিকতা ছিল না। অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে তাদের বাহিনী ইউক্রেনের গ্যাস ও জ্বালানি অবকাঠামোতে এবং সামরিক-শিল্প সুবিধাগুলিতে বড় আকারের রাতের হামলা চালিয়েছে। যুদ্ধকালীন চতুর্থ শীতকাল আসার আগে রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি ক্ষেত্রগুলিতে আক্রমণ আরও জোরদার করেছে, যার ফলে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ-বিভ্রাট তৈরি হয়েছে।

প্রথমবার মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান। বছর চৌষট্টির সানায়ে তাকাইচি। সব ঠিক থাকলে চলতি মাসের মাঝামাঝি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার থেকে দায়িত্ব নেবেন তিনি। জাপানের রাজনীতিতে সানায়ে তাকাইচির উত্থান বর্ণময়। কলেজ জীবনে ড্রামার থেকে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ক্ষমতাসীন লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরীণ ভোটাভুটিতে দু'জনকে হারিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদটি ছিনিয়ে নিয়েছেন তাকাইচি। এর আগে তিনি কাজ করেছেন আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে।

নিরাপদতম শহর কলকাতা

(প্রথম পাতার পর)

কলকাতার বুকে মহিলাদের উপর হওয়া অপরাধ নথিভুক্তের সংখ্যাটা ছিল ১৮৯০। ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৪৬। পাশাপাশি ২০২২ সালের থেকে ২০২৩-এ কলকাতায় কমেছে ধর্ষণ। এককথায়, সার্বিকভাবে অপরাধের গ্রাফ নিম্নমুখী মহানগরীতে।

বাংলাকে অপমান করতে যাঁরা ক্রমাগত মিথ্যাচার করেন, 'এ-রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা নেই, অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে শহর' মার্কা কথাবার্তা বলেন, সেই বাংলা-বিরোধীরা এবার কী বলবেন? তাঁদের মুখ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে এনসিআরবি-র রিপোর্ট। এখন চোখে দূরবিন দিয়ে খুঁজেও তাঁদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না! যে পদ্মনেতারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরোধিতায় মিথ্যাচার করে বেড়ান, তাঁরা কি জানেন যে কেন্দ্রীয় সংস্থার রিপোর্টেই প্রকাশিত, খুনের ঘটনার শীর্ষে ডবল ইঞ্জিন রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় স্থানে মোদিবাবুর শরিক নীতীশ কুমারের বিহার, তৃতীয় স্থানে মহারাষ্ট্র। যেখানেই বিজেপি-শাসিত রাজ্য, সেখানেই অপরাধ বেড়েছে। অপরাধ প্রবণতায় প্রথম স্থানে কেরল, দ্বিতীয় স্থানে দিল্লি, তৃতীয় স্থানে গুজরাত। আর ঠিক বিপরীত ছবি বাংলায়। শহর কলকাতায় কমেছে খুন, ধর্ষণ, নারী-অসম্মানের ঘটনা। এ-প্রসঙ্গে রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, এনসিআরবি-র রিপোর্ট আমাদের দাবি প্রমাণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন, অপরাধে শূন্য সহনশীলতা থাকবে। কলকাতার নিরাপত্তা সেই নীতিরই প্রতিফলন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা ভাল আছে, নিরাপদে আছে। বিজেপি যতই বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করুক, এই রিপোর্ট আবারও প্রমাণ করল, তাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কোনওভাবেই সফল হবে না।

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থার তথ্যই প্রমাণ করে দিল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী নেতৃত্বে কলকাতা সবচেয়ে সুরক্ষিত শহর। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা এবং মানুষের সহযোগিতায় কলকাতা আজ সবথেকে সুরক্ষিত।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ২০১৬ সাল থেকে বাংলা তথা কলকাতা শহরে ক্রমশ কমছে খারাপ ঘটনাগুলো। আমরা চাই একটাও না হোক। সিপিএম-জমানা ও বিজেপি-রাজ্যগুলোর সঙ্গে তুলনায় অনেক কম অপরাধের সংখ্যা। এটা বাম-বিজেপির মুখের উপর জবাব। ওদের আর কথা বলার মুখ রইল না। প্রশাসন এবং নাগরিকদের প্রচেষ্টায় কলকাতা আবার প্রমাণ করল যে এই শহর শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক রাজধানী নয়, পাশাপাশি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গোটা দেশের কাছে অন্যতম উদাহরণ। তাই বিরোধীরা যতই কুৎসা অপপ্রচার মিথ্যাচার করুক না কেন বাস্তবের পরিসংখ্যান বলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এই শহরের বুকে মানুষ নিশ্চিন্তে বসবাস করেন।

ভারতে মার্কিন শুল্কের নিন্দায় পুতিন

নয়াদিল্লি: ডোনাল্ড ট্রাম্পের একপেশে শুল্কনীতির চালাকি ফাঁস করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মস্কো থেকে জ্বালানি আমদানি বন্ধ করার জন্য যখন ভারতের মতো দেশগুলিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তার পারমাণবিক শিল্পের জন্য রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়াম কেনা অব্যাহত রেখেছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে গত বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাশিয়ার সঙ্গে ৬,৮০০ কোটি

আমেরিকার চালাকি ফাঁস

ডলার মূল্যের বাণিজ্য হয়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক শিল্পের জন্য ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুওরাইড এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি)-এর জন্য প্যালাডিয়াম মস্কো থেকে আমদানি করেছে।

দক্ষিণ রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগর উপকূলবর্তী সোচিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভালদাই আলোচনা মঞ্চে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে মস্কোকে বাধ্য করার লক্ষ্যে রুশ বাণিজ্য অংশীদারদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের চাপ প্রয়োগের কৌশলে দ্বৈত মানদণ্ড উন্মোচন করতে পুতিন কোনও কসুর করেননি। পুতিন জানান, রাশিয়া হল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইউরেনিয়াম সরবরাহকারী এবং ২০২৫ সালে আমেরিকা থেকে ইউরেনিয়াম বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার আয় করার কথা রয়েছে।

পুতিন ওয়াশিংটনের কপটতা তুলে ধরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহারকারী বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি বিকশিত, তাই তাদের প্রচুর পরিমাণে জ্বালানির প্রয়োজন। আমরা সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী না হলেও, আমেরিকার বাজারে ইউরেনিয়ামের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী হল রাশিয়া। মার্কিন বাজারে মোট ইউরেনিয়াম বিক্রির প্রায় ২৫% আসে রাশিয়া থেকে। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরেনিয়াম রফতানি করে রাশিয়া আনুমানিক ৮০০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের কখনওই কোনও সমস্যা বা আন্তঃরাজ্য উত্তেজনা তৈরি হয়নি। ভারত-রাশিয়া সম্পর্ককে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন পুতিন। মার্কিন চাপ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করার ভারতের সিদ্ধান্তেরও তিনি প্রশংসা করেন। তিনি আরও যোগ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তিমূলক শুল্কের কারণে ভারত যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তা রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব, পাশাপাশি এটি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ঢাকার অভিযোগ ভিত্তিহীন

নয়াদিল্লি: চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশের এক সরকারি উপদেষ্টার করা অভিযোগ তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করল ভারত। ওই উপদেষ্টা বলেছিলেন যে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক অস্থিরতা ভারতের মদতে উসকে দেওয়া হতে পারে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, আমরা এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। তিনি আরও যোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকার, যারা বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ, তারা রুটিনমাফিক অন্যের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে চলেছে। জয়সওয়াল যুক্তি দেন, ঢাকার বরং নিজেদের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ এবং জমি দখলের মতো অপরাধে লিপ্ত স্থানীয় চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অভ্যন্তরীণভাবে গভীরভাবে তদন্ত করা উচিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়া সিদ্ধান্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'মালিনী' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। লিখেছেন এই সময়ের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকেরা

সাহিত্যের উৎসব

উৎসবের মরশুমে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা, বার্ষিকী। নানা বিষয়ের গদ্য রচনার পাশাপাশি আছে কবিতা, ছড়া। মেলবন্ধন ঘটেছে প্রবীণ এবং নবীন লেখকদের। আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

অর্যমা

একটি পরিচ্ছন্ন সাহিত্য পত্রিকা 'অর্যমা'। শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে রঞ্জনা রায়ের সম্পাদনায়। সম্পাদকীয়তে তিনি যথার্থই লিখেছেন, 'যুদ্ধমুখর, সন্ত্রাসবিদ্ধ, ধর্মদ্বেষে ক্ষতবিক্ষত বর্তমান পৃথিবী যেন ক্রমশ নিরাশার অন্ধকারে পথ হারাচ্ছে। এই গভীর অসুখের সময় জ্বালাতে হয় ভালবাসার শুভ আলো।' সেই শুভ আলো উৎসব। সেই শুভ আলো সাহিত্য। বেঁধে বেঁধে থাকা। এই সংখ্যায় আছে নানা বিষয়ের লেখা। কবিতা বিভাগে সুবোধ সরকারের 'বিশ্ব কবিতা দিবস', মৃদুল দাশগুপ্তর 'একটি কবিতা', তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একজন নিঃস্বের জবানবন্দি' বিশেষভাবে রেখাপাত করে। এছাড়াও মনে রাখার মতো কবিতা উপহার দিয়েছেন নলিনী বেরা, বিভাস রায়চৌধুরী, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল, প্রদীপ আচার্য, অর্ণব সাহা, মধুসূদন দরিপা, কেতকীপ্রসাদ রায়, অমিত কাশ্যপ, সাতকর্ণী ঘোষ, ফটিক চৌধুরী, সুস্মেলী দত্ত, রিনা গিরি, পারমিতা মুন্সি, জুলি লাহিড়ী, হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আছে দুটি চমৎকার অণুগল্প। লিখেছেন চুমকি চট্টোপাধ্যায় এবং নবনীতা বসু হক। এছাড়াও আছে ইংরেজি কবিতা, অনুবাদ কবিতা, প্রবন্ধ। সবমিলিয়ে আন্তরিক আয়োজন। প্রচ্ছদশিল্পী বৃষ্টি। দাম ১৬৫ টাকা।

Du-কলম

দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয় 'Du-কলম' পত্রিকা। কলকাতার সঙ্গেও রয়েছে নিবিড় যোগ। গল্পসম্ভার নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শারদ সংখ্যা। সুদেষ্ণা মিত্রর সম্পাদনায়। কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে পাঁচমিশালি গল্পগুলো। ভালবাসার ইতিকথায় মন ছুঁয়ে গেছে অনন্তকৃষ্ণ দে-র 'অপেক্ষা', ইন্দ্রাণী ঘোষ চন্দ্রের 'বুচুর জগৎ', নন্দিতা সাহার 'তফাৎ' মেরী খাতুনের 'আন্ডার গ্রাজুয়েট'। সমাজ সংসারে পর্বে অলোক মুখোপাধ্যায়ের 'আপনি থাকছেন স্যার', দেবলীনা দাসের 'বৃত্ত', বন্দনা সিনহার 'বড় দিন' সুলিখিত। অশরীরী শিহরনে বিভাগে অমিতাভ গুপ্ত, কালীপদ চক্রবর্তী, প্রদীপ দালাল, পিয়ালী ঘোষ, ভাস্বতী মাইতি এবং রঙ্গ রসিকতা বিভাগে অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প আলাদা উচ্চতায় পৌঁছেছে। এছাড়াও আছে সূত্রের সন্ধানে, অনুবাদের আলোয়, অল্পস্বল্প, পরিবেশ পরিজন, পৌরাণিক, বই কথা প্রভৃতি বিভাগ। বাংলার পাশাপাশি আছে বেশকিছু ইংরেজি লেখাও। সবমিলিয়ে জমজমাট একটি সংখ্যা। প্রচ্ছদশিল্পী মহুয়া বোস। দাম ৩২৫ টাকা।

ছড়াপত্র সুসাথী

মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত হয় 'ছড়াপত্র সুসাথী'। প্রদীপ দেব বর্মনের সম্পাদনায় বেরিয়েছে শারদীয়া সংখ্যা। মূলত ছড়ার পত্রিকা। আছে বেশকিছু গদ্য রচনা। রোহিণী ধর্মপালের 'খারাপ কথা', ডঃ সন্তোষকুমার ঘোড়ইয়ের 'জন্মসূত্রে জীবমাত্রেই ইঞ্জিনিয়ার', বরুণ মণ্ডলের 'দুই শিশু সাহিত্যিকের দুই বোন', পীযূষকান্তি সরকরের 'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বাঙলা শিশু সাহিত্যের উপকরণ' মনে রাখার মতো রচনা। পাতায় পাতায় ছন্দ-ছড়ার ঢেউ তুলেছেন পবিত্র সরকার, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেনকুমার দত্ত, চন্দন নাথ, সুখেন্দু মজুমদার, অপূর্বকুমার কুণ্ডু, হাননান আহসান, সুনির্মল চক্রবর্তী, অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী, সমর পাল, রূপক চট্টরাজ, আনসার উল হক, রামকিশোর ভট্টাচার্য, মধুসূদন ঘাটী প্রমুখ। আছে একঝাঁক নবীন কবির নানা রঙের ছড়াও। বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, কাজী মুরশিদুল আরেফিন, উৎপলকুমার ধারা, আশিস মুখোপাধ্যায়ের উপর। স্মরণ করা হয়েছে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, তারাপদ মাইতি, বিন্দুবাসিনী মাইতি ও কিশোর বাচিক শিল্পী অনুভব পালের উপর। প্রচ্ছদশিল্পী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম ৫০ টাকা।

নয়ন

মেদিনীপুর শহর থেকে ৪১ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে ছোটদের শরতের 'নয়ন'। বিদ্যুৎ পালের সম্পাদনায়। ছড়া-কবিতা-লিমেরিক উপহার দিয়েছেন শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, প্রভাত মিশ্র, দীপক কর, দেবাশিস দণ্ড, সুনির্মল চক্রবর্তী, আরণ্যক বসু, তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, জগদীশ মণ্ডল, শক্তিপদ পণ্ডিত, অচিন্ত্য বন্দোপাধ্যায়, উদয়শঙ্কর বাগ, বিজিত মন্ডল, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, মিন্টু প্রামাণিক, মুকুল মাইতি, শঙ্খশুভ্র পাত্র, প্রবীর জানা, অলোককুমার প্রামাণিক প্রমুখ। গল্প কথার ঢেউ তুলেছেন নরেশ জানা, সেখ মনিরুল ইসলাম, অরিন্দম চক্রবর্তী, অজিতকুমার বেরা, গৌর দত্ত পোদ্দার, মধুপ দে, গোপেশ রায়, সুচন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ। এছাড়াও আছে প্রবন্ধ, মহাভারতের কথা, গানে গানে, শৈশবের কথা, খেলা আর খেলা, শব্দ চাতুরী, চুটকির ফোয়ারা প্রভৃতি বিভাগ। বড়দের পাশাপাশি আছে ছোটদের লেখাও। প্রচ্ছদশিল্পী তারক পাইন। দাম ১০ টাকা।

সঞ্চিতা

পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে ছোটদের পূজাবার্ষিকী 'সঞ্চিতা'। তরুণকুমার সরখেলের সম্পাদনায়। ৩১ বছরের পত্রিকা। হার্ডবোর্ড বাইন্ডিং এবং ল্যামিনেটেড জ্যাকেটে মোড়া সংকলনটি হাতে নেওয়া মাত্রই মন ভাল হয়ে যায়। আছে নানা বিষয়ের লেখা। গল্প উপহার দিয়েছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অনন্যা দাশ, তপনকুমার দাস, ব্রততী প্রামাণিক, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, কাকলি দরিপা, পূর্বাশা মণ্ডল, দিলীপকুমার মিস্ত্রি, সুচন্দ্রনাথ দাস, নীতিশ বসু প্রমুখ। প্রতিটি লেখাই ছোটদের মনের মতো। ছড়া-কবিতা-লিমেরিক লিখেছেন পবিত্র সরকার অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, অপূর্বকুমার কুণ্ডু, সুখেন্দু মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, শৈলেনকুমার দত্ত, শীতল চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিব ঘোষ রায়, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, শিশির সাঁতরা, অসিত দলপতি, সুব্রত চৌধুরী, শ্যামাচরণ কর্মকার, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়াও আছে সৈয়দ রেজাউল করিম, ডঃ সমুদ্র বসুর নিবন্ধ, ভাস্কর বাগচীর ভ্রমণ। সবমিলিয়ে সংগ্রহে রাখার মতো। প্রচ্ছদশিল্পী নচিকেতা মাহাত। দাম ১২০ টাকা।

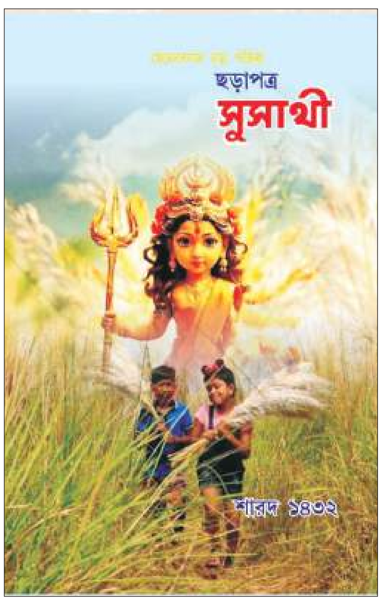

মাঠে ময়দানে
5 October, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বড় ব্যবধানে হারালেও, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তিনেই ভারত

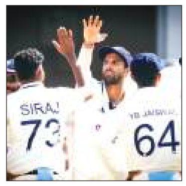

ম্যাচের সেরা হওয়ার দিনেই জাদেজা বাদ ওডিআই থেকে

আমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : ব্যাট হাতে দুরন্ত সেঞ্চুরির পর, বল হাতে চার উইকেট! ম্যান অফ দ্য ম্যাচ রবীন্দ্র জাদেজা ছাড়া আর কে-ই বা হতেন! আর ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে জাদেজার বক্তব্য, নিজের ব্যাটিং নিয়ে বাড়তি পরিশ্রম করেছি। ইংল্যান্ড সফরের পর দুটো মাস বিরতি পেয়েছিলাম। ওই সময়টা বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে নিজের ব্যাটিং ও ফিটনেস নিয়ে খেটেছি। গত কয়েক বছর হল টেস্টে ছয় নম্বরে ব্যাট করার সুযোগ পাচ্ছি। ফলে নিজের ইনিংস গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অনেকটা সময় পাচ্ছি।

বোলিং নিয়ে জাদেজার বক্তব্য, অমেদাবাদের পিচ লালমাটির। তাই এখানে স্পিনাররা বাড়তি টার্ন ও বাউন্স পায়। আমি সেটা মাথায় রেখেই বল করেছি।

শুভমন গিল আবার বলে গেলেন, নিখুঁত একটা ম্যাচ খেললাম। জোরে বোলাররা শুরুতে উইকেট নিয়েছে। স্পিনাররাও নিজেদের কাজটা দারুণভাবে করেছে। ব্যাটাররাও দায়িত্ব পালন করেছে নিখুঁতভাবে। আমি খুশি। পিচ নিয়ে ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, উইকেট খুব ভাল ছিল। ব্যাটার ও বোলারদের সমান ভাবে সাহায্য করেছে। গত দুবছর ধরে আমরা একটা দল হিসাবে গড়ে উঠছি। তবে এখনও আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। আমরা দল হিসেবে এখনও শিখছি। এবার লক্ষ্য পরের টেস্ট জিতে সিরিজ ২-০ ফলে জেতা। তবে এমন দিনেই খারাপ খবর পেলেন জাদেজা। অস্ট্রেলিয়া সফরের একদিনের সিরিজের দলে ডাক পেলেন না বা হাতি অলরাউন্ডার।

জয়ে ফিরল ম্যান ইউ

ওল্ড ট্রাফোর্ড, ৪ অক্টোবর : প্রিমিয়ার লিগে জয়ের সরণিতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার সাদারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছেন রুবেন আমোরিমের ছেলেরা। ফলে ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দশম স্থানে উঠে এল ম্যান ইউ।শেষ ম্যাচে ব্রাইটনের কাছে হার। ৬ ম্যাচে মাত্র ৭ পয়েন্ট! ফলে প্রবল চাপ মাথায় নিয়ে শনিবার মাঠে নেমেছিল ম্যান ইউ। আরও একটা হার মানেই, কোচ রুবেন আমোরিমকে ছাঁটাইয়ের দাবিটা আরও জোরালো হত। এই পরিস্থিতি আজকের জয় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেরাবে ম্যান ইউ শিবিরে। ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিলেন ফার্নান্দেজরা। ৮ মিনিটেই প্রথম গোল। একটি পরিকল্পিত আক্রমণ থেকে জালে বলে জড়ান ম্যাসন মাউন্ট। বিরতির আগেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বেঞ্জামিন সেসকো। ৩১ মিনিটে দিয়েগো দালতের পাস থেকে গোল করেন তিনি।অন্যদিকে, ওয়েস্ট হ্যামকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে আর্সেনাল। আগাগোড়া প্রাধান্য রেখে ৩৮ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। গোলদাতা ডেকলান রাইস। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন বুকায়ো সাকা। একগাদা সুযোগ নষ্ট না করলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতো আর্সেনাল। ৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট হল ১৬। এদিকে, প্রিমিয়ার লিগের অন্য ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পার ২-১ গোলে হারিয়েছে লিডস ইউনাইটেডকে। বর্নমাউথ ৩-১ গোলে হারিয়েছে ফুলহ্যামকে।

ম্যান ইউ ফুটবলারদের জয়ের উৎসব। শনিবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে।

কোর্টে ফিরেই জয় জকোর

সাংহাই, ৪ অক্টোবর : সাংহাই মাস্টার্সের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেলেন নোভাক জকোভিচ। প্রথম রাউন্ডে বাই পাওয়া জকোভিচ ৭-৬ (৭/২), ৬-৪ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী মারিন চিলিচকে। প্রসঙ্গত, ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে কালোস আলকারেজের কাছে হারের পর, এটাই ছিল জকোভিচের প্রথম কোনও ম্যাচ।

৩৮ বছরের জকোভিচকে রীতিমতো পরীক্ষার মুখে ফেলেছিলেন ৩৭ বছরের চিলিচ। প্রথম সেটের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে। তবে দ্বিতীয় সেটে চেনা ফর্মে দেখা গিয়েছে ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সার্ব তারকাকে। এই জয়ের সুবাদে একটি নতুন রেকর্ডের মালিক হয়েছেন জকোভিচ। এটিপি ১০০০ মাস্টার্স টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবথেকে বেশি বয়সে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়নকে হারানোর রেকর্ড এখন জকোভিচের দখলে। সিলিচ ২০১৭ সালে ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

আর্জেন্টিনা দলে চমক স্কালোনির

বুয়েনোস আইরেস, ৪ অক্টোবর : আগামী বছরের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে চলতি মাসে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাঠে ১১ ও ১৪ অক্টোবর যথাক্রমে ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিরুদ্ধে খেলবেন লিওনেল মেসিরা। আর এই দলে তিন নতুন মুখ রেখে চমক দিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। প্রথমজন গোলকিপারক ফাকুন্দো ক্যামবেসেস। এই প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। এছাড়া ২১ বছর বয়সি ডিফেন্ডার লাওতারো রিভেরো এবং মিডফিল্ডার অনিবাল মোরেনোর দলে থাকাও বড় চমক। মেসিদের কোচ দলে ফিরিয়ে এনেছেন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ ও ডিফেন্ডার মার্কোস সেনেসিকে। আসলে বিশ্বকাপের আগে নিজের দল নিয়ে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে নিতে চাইছেন স্কালোনি। শোনা গিয়েছিল, এই দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে মেসিকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। যদি মেসিকে রেখেই ২৮ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন স্কালোনি। সঙ্গে রেখেছেন লাওতারো মার্টিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজদের মতো জাতীয় দলের নিয়মিত তারকাদেরও।

বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স

সিমরন-নিশাদ সোনা জিতলেন

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতলেন ভারতের সিমরন শর্মা। পাশাপাশি হাইজাম্পে রেকর্ড গড়ে সোনা নিশাদ কুমারের। ফলে ১৫ পদক নিয়ে ভারত উঠে এল চতুর্থ স্থানে। ভারতের ঝুলিতে এখন ছটি সোনা, পাঁচটি রুপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ। এখনও প্রতিযোগিতার দুদিন বাকি। দেখার জাপানে আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জেতা ১৭ পদকের নজির টপকাতে পারে কি না ভারত। ব্যক্তিগত সেরা সময় ১১.৯৫ সেকেন্ডে ১০০ মিটার টি১২ ফাইনালে সোনা জিতে সিমরন বলেছেন, দেশের জন্য দৌড়তে বেশ মজা লাগে। ১০০ মিটারে জয়টাই শেষ নয়। এবার আমাকে ২০০ মিটারেও নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে। অন্যদিকে, হাইজাম্পে টি৪৭ বিভাগে ২.১৪ মিটার লাফিয়ে এশীয় পর্যায়ে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতে নিজের জন্মদিন স্মরণীয় করে রাখলেন নিশাদ। বললেন, এক বছর ধরে এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

পথকুকুরের কামড়ে আহত দুই কোচ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : দিল্লিতে আয়োজিত বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে চরম অস্বস্তিতে আয়োজকেরা। পথকুকুরের কামড়ে আহত দুই বিদেশি কোচকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে! ফলে এমন একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে কেন আরও সাবধানতা অবলম্বন করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠছে।

জানা গিয়েছে, কেনিয়ার কোচ ডেনিস মারাজিয়া যখন নেহেরু স্টেডিয়ামের ওয়ার্ম আপ ট্র্যাকের বাইরে দাঁড়িয়ে অ্যাথলিটদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন একটি পথকুকুর তাঁকে কামড়ে দেয়। একটু পরেই একই ঘটনা ঘটে জাপানের কোচ মেইকো ওকুমাৎসুর সঙ্গে। দুই কোচকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তবে দুজনেই সুস্থ আছেন। আরও জানা গিয়েছে, ওই পথকুকুরটি প্রায় ৩০ মিনিট ধরে তাণ্ডব চালায়। অনেক কষ্টে কুকুরটিকে পাকড়াও করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তবে এক নিরাপত্তারক্ষীকেও কামড়ে দেয় কুকুরটি।

আয়োজকেরা এই ঘটনার দায় চাপিয়েছেন বিদেশি দলগুলোর উপরেই। তাদের বক্তব্য, বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও ওই কোচেরা পথকুকুরদের ডেকে ডেকে খাবার দিচ্ছিলেন। এর ফলে কুকুররা বারবার স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ছিল। আয়োজকেরা আরও জানিয়েছেন, দিল্লি পুরসভার একটি দল সব সময় সক্রিয় রয়েছে। পশু সুরক্ষার যাবতীয় নিয়ম মেনে কুকুরদের ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠানো হয়েছে।

গুরুতর পেটের সংক্রমণে কানপুরের হাসপাতালে ভর্তি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের পেসার হেনরি থর্নটন

বিতর্কের আঁচেই আজ ভারত-পাক কলম্বোয়

কলম্বো, ৪ অক্টোবর : বিতর্কের আঁচের মধ্যেই রবিবার বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে হরমনপ্রীত কৌররা মুখোমুখি হচ্ছেন পাকিস্তানের। দুই বোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী পারস্পরিক মোকাবিলা এখন নিরপেক্ষ দেশে হচ্ছে। তাই ভারত খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে।

তবে এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবেরা পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি। যা নিয়ে এখনও পাক তরফে জলঘোলা করার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে ভারতের মেয়েরা কী করেন সেদিকে নজর রয়েছে। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া অবশ্য স্পষ্ট বলেছেন তাঁরা ক্রিকেটের সব নিয়ম মানবেন। কিন্তু যেটা এর মধ্যে নেই সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। অর্থাৎ হ্যান্ডশেক যেহেতু প্রোটোকলের মধ্যে পড়ে না তাই এটা হচ্ছে না।

ভারত গুয়াহাটিতে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫৯ রানে হারিয়েছে। আর পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হরমনপ্রীতদের ফেবারিট বলা হচ্ছে। তাছাড়া পরিসংখ্যানও ভারতের দিকে। ১১বার একদিনের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে এই দু-দল। প্রত্যেকবারই ভারত জিতেছে। ২০২২-এ শেষবার যখন এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল তখন ভারত জিতেছিল ১০৭ রানে। আগের দিন স্মৃতিদের প্র্যাকটিসে সময় একটি সাপ মাঠে ঢুকে পড়েছিল। তাতে অবশ্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেনি। তাছাড়া প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে এমন ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। প্র্যাকটিস সামান্য বন্ধ রেখে আবার সবাই মাঠে নেমে পড়েন। রবিবারের ম্যাচ জিতলে বিশ্বকাপের দৌড়ে অনেকটা ভাল জায়গায় থাকবেন হরমনপ্রীতরা। আপাতত সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন তাঁরা।

কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে ফুটবলে ব্যস্ত হরমনপ্রীতরা। শনিবার।

ভিসার আবেদন রোনাল্ডোর

আগে নিশ্চয়তা চায় গোয়া পুলিশ

মারগাঁও, ৪ অক্টোবর : আগামী ২২ অক্টোবর মারগাঁওয়ের ফাতোরদা স্টেডিয়ামে কি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে খেলতে দেখা যাবে? দেশ জুড়ে জল্পনার মধ্যেই গোয়া তথা ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের উৎফুল্ল হওয়ার মতো খবর দিয়েছেন এফসি গোয়ার সিইও রবি পুস্কর। তিনি গোয়া পুলিশকে জানিয়েছেন, রোনাল্ডোর ভিসার আবেদন জমা পড়েছে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ গ্রুপ পর্বের ম্যাচে সেদিন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসেরের মুখোমুখি হবে সন্দেশ ঝিঙ্গানদের এফসি গোয়া। এসিএল টু-এ আগের দুটি ম্যাচে রোনাল্ডো না খেললেও এফসি গোয়া এবং পুলিশ কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। হাইপ্রোফাইল ম্যাচের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনা এখনই করতে পারছে না গোয়া পুলিশ। কারণ, রোনাল্ডোর আসা নিয়ে আগে তারা নিশ্চয়তা চাইছে। তবেই তাদের নিরাপত্তা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে সুবিধা হবে। এফসি গোয়ার সিইও রবি পুস্কর বলেছেন, পুলিশ আমাদের কাছে রোনাল্ডো নিয়ে একটা পরিষ্কার তথ্য চেয়েছে। ওদের জানিয়েছি, আল নাসেরের অনুরোধে আমরা রোনাল্ডোর ভিসার আবেদন জমা করেছি এবং তা তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তবে রোনাল্ডোর এখানে আসার ব্যাপারে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আল নাসের দেবে। ট্রাভেল প্ল্যান হাতে পাওয়ার পরই আমরা পুলিশকে পাঠিয়ে দেব।

এফসি গোয়া ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা নিয়ে একটা প্রাথমিক রোডম্যাপ তৈরি করে ফেলেছে পুলিশ। স্পনসরশিপ এবং মার্কেটিং এনগেজমেন্ট যতটা গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়টি। অতীতে রোনাল্ডোর অংশ নেওয়া একটি প্রীতি ম্যাচ দর্শক উন্মাদনায় বানচাল হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। তার উপর এটা মহাদেশীয় সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতার ম্যাচ। ম্যাচ আয়োজন, নিরাপত্তায় ত্রুটি থাকলে শাস্তি অনিবার্য। রোনাল্ডো আসুন বা না-ই আসুন, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ম্যাচ আয়োজন করে দেশের সম্মান রাখতে চায় এফসি গোয়া এবং পুলিশ।

নায়ক মার্শ

মাউন্ট মাউনগানুই : অধিনায়ক মিচেল মার্শের ঝোড়ো সেঞ্চুরির সুবাদে তৃতীয় টি ২০ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৩ উইকেটে হারল অস্ট্রেলিয়া। একই সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতে নিল। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় টি ২০ ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। শনিবার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ১৫৬ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন টিম সেইফার্ট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬০ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। মার্শ মাত্র ৫২ বলে অপরাজিত ১০৩ রান করেন। যা টি ২০ ক্রিকেটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।

স্বপ্নের রিলে টিমে বিরাট, ভক্ত শচীনের

স্প্রিন্টার বোল্টের উৎসাহ ক্রিকেটেও

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : তাঁর স্বপ্নের রিলে টিমে উসেইন বোল্ট তিন ক্রিকেটারকে রেখেছেন। যার অন্যতম হলেন বিরাট কোহলি। বাকি দুজন ব্রেট লি ও জন্টি রোডস। আটবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বোল্ট এখনও ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড হোল্ডার। নিজে স্প্রিন্টার ছিলেন বলেই তাঁর চোখ খুঁজে নিয়েছে গতিবান ক্রিকেটারদের। বিরাটকে নিয়ে বোল্টের বক্তব্য, আমি বিরাটকে রিলে টিমে রাখব ওর গতির জন্য। ও ভীষণ কুইক। আমি ব্রেট লি-কে জানি। আমার রিলে টিমে রাখব জন্টি রোডসকেও।

৩৬ বছরের জামাইকান স্প্রিন্টার এরপর শচীন তেন্ডুলকরকে নিয়েও তাঁর উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি বড় হয়েছি ক্রিকেটারদের দেখে। জন্টি সর্বকালের সেরা ফিল্ডারদের একজন। ওয়ালশ, অ্যামব্রোজ, শচীন, লারা অনেকেই আমার প্রিয় ক্রিকেটার। আমি এদের দেখে বড় হয়েছি। আমি এদের সবার ফ্যান। ২০১৭-তে অবসর নিয়েছেন বোল্ট। ট্র্যাকে ঝড় তুলে দেওয়ার পর কিছুটা আকস্মিকভাবেই বোল্ট অবসর নেন। তবে এর জন্য দায়ী চোট-আঘাত। বারবার তাঁকে বিশ্রাম নিতে হয়েছে। ট্র্যাক থেকে বিদায় নিয়ে বোল্ট ফুটবল নিয়ে মেতেছিলেন। তিনি দিন কয়েক আগে মুম্বইয়ে সেলিব্রিটি ফুটবলে অংশ নিয়েছেন।

পাশে থাকার আর্জি বাগানের

প্রতিবেদন : ইরানে গিয়ে মোহনবাগান সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে এসিএল টু-এর ম্যাচ খেলেনি। সাধারণ সমর্থকেরা ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি ক্লাবের বর্তমান সচিব ও সভাপতির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। শনিবার রাতে যৌথ বিবৃতি দিয়ে সমর্থকদের পাশে থাকার আর্জি জানালেন সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বোস। তাঁরা বললেন, আমরা গত বছরও একই কারণে খেলতে যাইনি। ইরানে একটা সমস্যা আছেই। নিরাপত্তার কারণে ফুটবলাররা যদি সেখানে খেলতে যেতে না চায়, তাহলে ম্যানেজমেন্ট কী করবে! আবেগের বশে সমালোচনা না করে যুক্তি দিয়ে ভাবুন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে দলগঠন করা হচ্ছে এশীয় স্তরেও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। ইরানে না যাওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বোর্ডে বিষয়টি আলোচনার জন্য তোলা হবে। আশা করি, সমর্থকেরা পাশে থাকবেন।

শিল্ডে আলাদা গ্রুপে দুই প্রধান

প্রতিবেদন : ঘোষিত হল আইএফএ শিল্ডের সূচি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে আলাদা গ্রুপে রেখে শিল্ডের সূচি প্রকাশ করল আইএফএ। ছটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে শ্রীনিধি ডেকান ও নামধারী এফসি। গ্রুপ 'বি'তে মোহনবাগান লড়াই করবে আই লিগের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন গোকুলাম কেরল এফসি এবং এবারের কলকাতা লিগের রানার্স ইউনাইটেড স্পোর্টসের সঙ্গে।

চার বছর পর ফিরছে ঐতিহ্যের আইএফএ শিল্ড। ৮ অক্টোবর কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দিয়েই শিল্ডের সূচনা হচ্ছে। প্রথম ম্যাচে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান। ম্যাচটি হতে পারে কিশোর ভারতীতে। পরের দিন ৯ অক্টোবর মোহনবাগান অভিযান শুরু করছে গোকুলাম কেরলের বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ ১৪ অক্টোবর নামধারীর বিরুদ্ধে। পরের দিন ১৫ অক্টোবর মোহনবাগান খেলবে কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। দুটি গ্রুপের সেরা দুই দল যুবভারতীতে ফাইনাল খেলবে ১৮ অক্টোবর। পুলিশের ছাড়পত্র মিললেই ম্যাচ ভেনু জানাবে আইএফএ। ১-১৫ অক্টোবর ময়দান বন্ধ থাকায় গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো যুবভারতী, কিশোর ভারতী এবং জেলার মাঠে আয়োজন করতে চায় আইএফএ।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইরানি কাপ খেলছেন বলে বোনের বিয়েতে নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বোনকে নতুন জীবনের অভিনন্দন অভিষেক শর্মার

আড়াই দিনে ইনিংস জয় ভারতের

আমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের বেহাল দশা ভারত সফরেও অব্যাহত। আমেদাবাদে প্রথম টেস্টে তাদের ইনিংস ও ১৪০ রানে হারিয়েছে ভারত। অপরাজিত সেঞ্চুরির পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩ ওভারে ৫৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। স্বভাবতই তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ম্যাচের সেরা বেছে নেওয়া যায়নি।

তিন দিনেরও কম সময়ে এই টেস্টের মীমাংসা হয়েছে। তবে ক্যারিবিয়ানরা প্রথম দফার ৪৪ ওভারে গুটিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের লড়াই বেশি দুর যাবে বলে কেউ মনে করেনি। স্রেফ ৪৫.১ ওভারে ১৪৬ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়েছে। ২৮৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় বার ব্যাট করতে নেমেছিল রস্টন চেজের দল। তারা আর দ্বিতীয়বার ভারতকে ব্যাট করতে নামানোর সুযোগ পায়নি জাদেজার জন্য।

বাঁহাতি জাদেজা বল করতে এসে প্রথমেই তুলে নিয়েছিলেন ৪৩ রান করা ক্যাম্পবেলকে। এরপর তাঁর শিকার হন ব্র্যান্ডন কিং (৫)। তাঁর বাকি দুই শিকার সাই হোপ ও জোহান লেন। খুব পিছিয়ে ছিলেন না মহম্মদ সিরাজও। তিনি ৩টি উইকেট নিয়েছেন। যার মধ্যে ওপেনার ত্যাগনারায়ণ চন্দ্রপলের (৮) উইকেটও রয়েছে। এই দুজন ছাড়া কুলদীপ যাদব ২টি উইকেট নিয়েছেন। বাকি যে উইকেট, সেই অ্যালিক আথানাজেকে প্যাভিলিয়নে ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর।

প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটাররা উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেননি। ৪৬ রানে তাদের ৫ উইকেট চলে যাওয়ার পর স্পষ্ট হয়ে যায় যে ক্যারিবিয়ানদের হার অনিবার্য। তবু আথানাজে (৩৮) আর জাস্টিন গ্রিভস (২৫) মিলে একটা ছোট্ট প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই দুজন আউট হওয়ার পর কেউ আর টিকতে পারেনি। এই জয়ের পরও ভারত কিন্তু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তবে পয়েন্ট পার্সেন্টেজে শুভমনরা ৪৬.৬৭ থেকে উঠে এসেছেন ৫৫.৫৬-তে। গত টেস্ট সাইকেলে ভারতের ফাইনাল খেলা একসময় নিশ্চিত মনে হলেও ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ খুইয়ে আসায় সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। এবার নতুন অধিনায়ক শুভমনের হাত ধরে ভারত কতদূর যায় সেটাই দেখার।

সকালে শুভমন আগের দিনের স্কোরেই ইনিংস ঘোষণা করে দেন। ফলে প্রায় তিনশো রানের বোঝা কাঁধে নিয়ে ব্যাটিং শুরু করেছিলেন দুই ক্যারিবিয়ান ওপেনার। যারা ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি। মাঝের একটা পার্টনারশিপ ছাড়া গোটা ইনিংসেই ছিল এক ছবি। দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ১০ অক্টোবর থেকে।

উইকেট নেওয়ার পর ওয়াশিংটন সুন্দরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সতীর্থরা। শনিবার আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

স্কোরবোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রথম ইনিংস) ১৬২ রান
ভারত (প্রথম ইনিংস) ৪৪৮/৫ ডিক্লেয়ার
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : (দ্বিতীয় ইনিংস) :

জন ক্যাম্পবেল ক সুদর্শন ব জাদেজা ১৪, ত্যাগনারায়ণ চন্দ্রপল ক নীতীশ ব সিরাজ ৮, অ্যালিক অ্যাথানাজে ক ও ব ওয়াশিংটন ৩৮, ব্র্যান্ডন ক রাহুল ব জাদেজা ৫, রোস্টন চেজ বোল্ড কুলদীপ ১, শাই হোপ ক যশস্বী ব জাদেজা ১, জাস্টিন গ্রিভস এলবিডব্লু ব সিরাজ ২৫, ক্যারি পিয়েরে নট আউট ১৩, জোমেল ওয়ারিকানক গিল ব সিরাজ ০, জোহান লেন ক সিরাজ ব জাদেজা ১৪, জেডেন সিলেস ক ও ব কুলদীপ ২২। অতিরিক্ত : ৫। মোট (৪৫.১ ওভারে অল আউট) : ১৪৬ রান। বোলিং : জসপ্রীত বুমরা ৬-১-১৬-০, মহম্মদ সিরাজ ১১-২-৩১-৩, রবীন্দ্র জাদেজা ১৩-৩-৫৪-৪, কুলদীপ যাদব ৮.১-৩-২৩-২, ওয়াশিংটন সুন্দর ৭-১-১৮-১।

ভারত ইনিংস ও ১৪০ রানে জয়ী

হতাশ ভাজ্জি, বীরু বলছেন নেতা রোহিত ধোনির পরেই

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : রোহিত শর্মা ভারতীয় ওয়ান ডে দলের নেতৃত্ব হারানোয় হতাশ বীরেন্দ্র শেহবাগ, হরভজন সিংয়ের মতো প্রাক্তন তারকারা। সাদা বলের ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সফল অধিনায়কের অপসারণ মানতে পারছেন না রোহিতের অনুরাগীরাও। তাঁদের দাবি, অসম্মান করা হল সেরা অধিনায়ককে। সুনীল গাভাসকরের মতো কিংবদন্তি সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও শুভমন গিলকে তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক হিসেবে তুলে ধরার নির্বাচকদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে পরোক্ষে স্বাগতই জানিয়েছেন। ভারতের স্পিন গ্রেট হরভজন বলেছেন, শুভমনকে শুভেচ্ছা। সত্যি বলতে কি, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে রোহিতকে অধিনায়ক না দেখে হতাশ হয়েছি। দলেও রয়েছে, অথচ নেতৃত্ব নেই রোহিতের! সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিতের অতুলনীয় রেকর্ড। কিন্তু কেন নেই জানি না। শেহবাগ অবশ্য বাস্তবটা মেনে নিয়েও হতাশ। প্রাক্তন ওপেনার বলেন, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর দ্বিতীয় সেরা অধিনায়ক। কিন্তু অবসরের সময় রোহিতেরও হয়েছে। জাহির খান মনে করিয়ে দিয়েছেন, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রোহিতের ঠান্ডা মাথা ও অভিজ্ঞতা। খেলোয়াড়দের কখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে দেননি।

ক্লাউভ লয়েডের পর ওয়ান ডে-তে সাফল্যের হারে রোহিত রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জোড়া বিশ্বকাপ জেতানো লয়েড অধিনায়ক হিসেবে ৭৬.২ শতাংশ ম্যাচ জিতেছেন। রোহিতের নেতৃত্বে ভারত সেখানে ৭৫ শতাংশ ম্যাচ জিতেছে। আইসিসি ইভেন্ট বা এশিয়া কাপের মতো বহুদলীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্যের নিরিখে নেতা রোহিত আবার সবার আগে। সেখানে তাঁর নেতৃত্বে ম্যাচ জেতার হার ৮৮.৮ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিকি পন্টিংয়ের ৮৪.৪।

নেতৃত্বে গিল, দলে রোহিত ও বিরাট

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : যাবতীয় জল্পনার অবসান। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে রেখেই অস্ট্রেলিয়া সফরের একদিনের সিরিজের দল ঘোষণা করল ভারতীয় বোর্ড। তবে একদিনের ক্রিকেটে নেতৃত্ব হারালেন রোহিত। নতুন অধিনায়ক শুভমন গিল। টি ২০ সিরিজে নেতৃত্ব ধরে রেখেছেন সদ্য এশিয়া কাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

চলতি মাসেই সাদা বলের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। তিনটি একদিনের ম্যাচ ও পাঁচটি টি ২০ ম্যাচ খেলবেন ভারতীয়রা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানো রোহিত দলে থাকলেও নেতৃত্ব হারিয়েছেন। একদিনের সিরিজে গিলের ডেপুটি করা হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে। রোহিতের নেতৃত্ব হারানোর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর বলেন, তিন ফরম্যাটে তিনজন অধিনায়ক রাখা সম্ভব নয়। এটা দলের জন্য যেমন ভাল নয়, তেমনই কোচের জন্যও সমস্যা তৈরি করে। তাঁর এই কথাতেই স্পষ্ট যে, গৌতম গম্ভীরের পরামর্শেই রোহিতকে সরিয়ে শুভমনকে একদিনের অধিনায়ক করা হয়েছে।

আগারকর আরও বলেছেন, আমার পরের বিশ্বকাপের কথা ভেবেছি। দুটো বছর অনেকটা সময় বলে মনে হলেও আসলে

তা নয়। কারণ এখন খুব বেশি একদিনের ম্যাচ খেলা হয় না। তাই শুভমনকে এখন থেকেই দায়িত্ব দেওয়া হল। রোহিতের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এমনটা নয় যে ওর সঙ্গে কথা না বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপে রোহিত ও বিরাটের খেলা নিয়ে আগারকর বলেন, ওরা বিশ্বকাপ খেলবে কিনা, সেটা এখনই বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ওদের ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

চোটের জন্য হার্দিক পান্ডিয়া ও ঋষভ পন্থকে কোনও দলেই রাখা হয়নি। জসপ্রীত বুমরাকে একদিনের সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে টি ২০ সিরিজের দলে তিনি রয়েছেন। অন্যদিকে, মহম্মদ সিরাজ একদিনের দলে থাকলেও, টি ২০ দলে সুযোগ পাননি।

একদিনের দল : শুভমন গিল (অধিনায়ক), শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, অক্ষর প্যাটেল, কে এল রাহুল (উইকেটকিপার), নীতীশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণ, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), যশস্বী জয়সওয়াল। **টি-২০ দল :** সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, নীতীশ রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর।

দেশের কয়েকটি মহালক্ষ্মী মন্দির

সোমবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। মণ্ডপের পাশাপাশি মা লক্ষ্মীর আরাধনা হবে অনেকের বাড়িতে, মন্দিরে। শুধু বাংলাতেই নয়, সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী পূজিতা হন গোটা দেশ জুড়ে। সেই কারণেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নানা ঐতিহ্যবাহী এবং জাগ্রত লক্ষ্মী মন্দির। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

শ্রী মহালক্ষ্মী মন্দির, কলকাতা

কলকাতার ডায়মন্ড হারবার রোডে খিদিরপুর সেন্ট থমাস স্কুলের কাছে অবস্থিত শ্রী মহালক্ষ্মী মন্দির। প্রায় ২৫,০০০ বর্গফুট বিস্তৃত। ৭৫ ফুট উঁচু। বিশাল মন্দিরটি 'বাস্তু শাস্ত্র' অনুসারে নকশা করা হয়েছে। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মন্দিরের নকশা উত্তর ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য শৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভক্ত এবং দর্শনার্থীরা মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা লক্ষ্মীকে সম্মান জানাতে প্রতীকী ভঙ্গিতে মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রাঙ্গণ প্রাচীরটি সূক্ষ্ম ত্রিশূল দিয়ে সাজানো। মন্দিরের মন্দিরের ভিতরে বয়স্ক বা অসুস্থ ভক্তদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে একটি লিফট। গর্ভগৃহের সুন্দরভাবে সাজানো পার্শ্ব দেয়ালগুলোও সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি। শ্রী মহালক্ষ্মীর সুন্দর খোদাই করা মূর্তিটি গর্ভগৃহের কেন্দ্রে অবস্থিত। খাঁটি এবং মূল্যবান সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি। সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা। অপূর্ব পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছেন দেবী। ভক্তদের সম্পদের পাশাপাশি সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করছেন। নামেই বোঝা যাচ্ছে, এই মন্দিরের অভ্যন্তরে পূজিতা হন মা লক্ষ্মী। এছাড়াও আছেন ভগবান গণেশ এবং ভগবান হনুমান। শ্রী মহালক্ষ্মী মন্দির কলকাতার বৃহত্তম মা লক্ষ্মীর মন্দির। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। মঙ্গলবার এবং শুক্রবার ভোর ৫.৪৫ থেকে ৬.৪৫ পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। তখন এখানে প্রচুর ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে অনুষ্ঠিত সমস্ত উৎসব উদযাপন করতে আসেন, যার মধ্যে রয়েছে দুর্গাপুজো, নবরাত্রি, লক্ষ্মী পুজো, দীপাবলির মহা উৎসব এবং আরও অনেক কিছু।

শ্রী মহালক্ষ্মী মন্দির, কলকাতা

লক্ষ্মী মন্দির, বীরভূম

প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা। স্বপ্নাদেশ পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে ঘোষ গ্রামের মা লক্ষ্মী। সেই থেকে এই গ্রামের আরাধ্যা দেবী মা লক্ষ্মী। এই গ্রামের কোনও বাড়িতেই লক্ষ্মী পুজো হয় না। মন্দিরেই মা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন গ্রামবাসীরা। কথিত আছে, হর্ষবর্ধনের আমলে সাধক কামদেব ব্রহ্মচারী সেখানে এসেছিলেন। মায়ের সাধনার আসনের সন্ধানে বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একচক্র ধাম বীরচন্দ্র পুরে গর্ভবাসে এসে পৌঁছন। জানা যায়, ভরা বর্ষায় যমুনায় সাঁতরে তিনি ঘোষ গ্রামে পৌঁছান। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় তিনি নিম গাছের নিচে বসে ঘুমিয়ে পড়েন। সেখানে স্বপ্ন দেখেন ত্রেতা যুগে রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান বনবাসের জন্য কিছু দিন এই গ্রামে কাটিয়েছিলেন। ঘোষ গ্রামে ওই নিম গাছের তলায় তিনি সাধনা শুরু করেন বলে কথিত আছে। দীর্ঘ দিন কঠোর সাধনা করার পর তিনি মা লক্ষ্মীর স্বপ্নাদেশ পান। কথিত আছে, তাঁকে মা লক্ষ্মী স্বপ্ন দিয়ে বলেন, 'যেখানে তুই সাধনা করছিস সেখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজোর ব্যবস্থা কর।' এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন গ্রামের সজল ঘোষ নামে এক কৃষক। একদিন কৃষি কাজে ওই কৃষক মাঠে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে। দয়াল কৃষি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন সময় একটি শ্বেত পদ্ম ভাসতে দেখে ফুল তোলার জন্য বাবার কাছে সে বায়না ধরে। ছেলের বায়না রাখতে দয়াল ঘোষ শ্বেত পদ্মটি তুলতে গেলে সেটি সরে যায়। ব্যর্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরে যান। এরপর রাতে তিনি স্বপ্ন পান, কোনও সাধক পুরুষই শ্বেতপদ্ম তুলতে পারবে। এরপর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মচারীর কাছে ছুটে যান। সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা তিথি। ব্রহ্মচারী দয়ালকে সঙ্গে নিয়ে শ্বেতপদ্ম ও ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড তুলে নিয়ে এসে গঙ্গার মাটির রঙ দিয়ে লক্ষ্মীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেছিলেন। সেই থেকে আজও ঘোষ গ্রামে কোনও বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো হয় না। গ্রাম্য দেবী মা লক্ষ্মী তাঁদের আরাধ্য দেবতা। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খবর পেয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কোজাগরী রাতে ৯টি ঘট ভরে নবঘটের পুজো করা হয়। ১০৮টি ক্ষীরের নাড়ু নৈবেদ্য দেওয়া হয়। লক্ষ্মীপুজোর দিন সকাল থেকেই গ্রামের মানুষ ভিড় করে সেখানে। শুধু কোজাগরী লক্ষ্মী নয়, প্রতি বছর পৌষ মাসে বৃহস্পতিবার ধুমধাম করে পুজো হয়, মেলাও বসে।

মহালক্ষ্মী মন্দির, কোলহাপুর

মহারাষ্ট্রে কোলহাপুরের করবীরপুর শক্তিপীঠের মহালক্ষ্মী মন্দির অম্বাবাই মন্দির নামেই জনপ্রিয়। দুর্গা সপ্তশতী অনুসারে, দেবী মহালক্ষ্মী এখানে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী। দেবী তাঁর এক হাতে গদা, অন্য হাতে যথাক্রমে সুরাপাত্র, লেবু বা শ্রীফল এবং খেটক বা ঢাল ধারণ করেছেন। ইতিহাস বলছে, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চগঙ্গা নদীর তীরে কর্নাটকের চালুক্য শাসনামলে রাজা কর্ণদেব এই মন্দির নির্মাণ করেন। একাধিক পুরাণে এই মন্দিরের উল্লেখ আছে। কোঙ্কণ রাজা কামদেও, চালুক্য , শিলাহারা, দেবগিরি রাজবংশের যাদবেরা এই শহরে এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আদি শঙ্করাচার্যও মন্দির দর্শন করেছিলেন। ছত্রপতি শিবাজি এবং ছত্রপতি শম্ভাজি যখন এই এলাকা শাসন করতেন, তখন তাঁরা নিয়মিত মন্দিরে দেবীদর্শন করতেন।

লক্ষ্মী দেবী মন্দির, ডোড্ডাগড্ডাভল্লি

দেশের অন্যতম বিখ্যাত লক্ষ্মী দেবীর মন্দিরটি রয়েছে কর্নাটকের ডোড্ডাগড্ডাভল্লিতে। হাসান জেলা থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থানটি হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান। বলা হয় দ্বাদশ শতকে রাজা বিষ্ণু বর্ধনের রাজত্বকালে এক ধনী বণিক কুল্লানা রাহুতা এবং তাঁর স্ত্রী সহজ দেবী এই মন্দির নির্মাণ করেন। (এরপর ১৮ পাতায়)

অষ্টলক্ষ্মী মন্দির, চেন্নাই

রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 October, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

দেশের কয়েকটি মহালক্ষ্মী মন্দির

(১৭ পাতার পর)

মন্দিরের অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্য ভাস্কর্যে দ্রাবিড়িয় সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। এছাড়াও এতে মহারাষ্ট্র এবং উত্তর ভারতের শিল্প শৈলির প্রভাবও পড়েছে। মূলত চারটি বড় মন্দির নিয়ে তৈরি এই কমপ্লেক্সের পূর্ব দিকের মন্দিরে রয়েছেন দেবী লক্ষ্মী। উত্তরে মন্দিরটি কালী-দুর্গা, পশ্চিমেরটি শিবকে উৎসর্গ কর হয়েছে। দক্ষিণের মন্দিরটি খালি। সম্ভবত এটি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার কথা ছিল। মন্দিরের জ্যামিতিক নকশা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এছাড়াও মন্দির কমপ্লেক্সে আরও পাঁচটি ছোট মন্দির বর্তমান। লক্ষ্মী দেবী মন্দিরটি হোয়সালা শৈলিতে নির্মিত প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি।

অষ্টলক্ষ্মী মন্দির, চেন্নাই

চেন্নাইয়ের এলিয়টস বিচের কাছে অবস্থিত অষ্ট লক্ষ্মী মন্দির। এখানে রয়েছে দেবীর আট অবতার। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। এই মন্দিরে অষ্টলক্ষ্মী অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মীর আটটি রূপের পুজো হয় নয়টি পৃথক গর্ভগৃহে। এই গর্ভগৃহগুলি চারটি স্তরে বিরাজমান। লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরটি দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে। সেখান থেকেই পুজো শুরু হয়। সিঁড়ি ধরে পথটি তৃতীয় তলে যায়। সেখানে রয়েছে সন্তানলক্ষ্মী, বিজয়লক্ষ্মী, বিদ্যালক্ষ্মী এবং গজলক্ষ্মীর মন্দির। আরও কয়েকটি ধাপ পরে আছে ধনলক্ষ্মীর মন্দির। এটা চতুর্থ তলের একমাত্র মন্দির। মূল মন্দির থেকে বেরিয়ে প্রথম স্তরে আদিলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী এবং ধার্যলক্ষ্মীর মন্দির রয়েছে। মন্দিরে দশাবতার বা বিষ্ণুর অবতার, গুরুবায়ুরাপ্পন, গণেশ, ধন্বন্তরী এবং অঞ্জনেয়ার দেবতাও রয়েছে।

অষ্টলক্ষ্মী মন্দির, হায়দরাবাদ

অষ্টলক্ষ্মী মন্দির হল ভারতের হায়দরাবাদের কোঠাপেটের রামকৃষ্ণপুরমে অবস্থিত একটি হিন্দু মন্দির। শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের রীতিতে নির্মিত এবং দেবী লক্ষ্মীকে তাঁর আটটি রূপে উপস্থাপন করে। এই মন্দিরের নকশা এবং স্থাপত্য চেন্নাইয়ের মন্দির থেকে ধার করা হয়েছিল। তবে নির্মাণ শুরু হওয়ার সময় বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়। মন্দিরটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার এক চমৎকার উদাহরণ। বিভিন্ন মহল থেকে মানুষ উদারভাবে দান করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। মন্দিরটিকে বর্তমান রূপ দিতে পাঁচ বছরের অবিরাম পরিশ্রম এবং মোট ১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বালি এবং সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হলেও, অষ্টলক্ষ্মী মন্দিরটি শিল্পীদের দক্ষতা প্রকাশ করে। ভিতরে আদিলক্ষ্মী, ঐশ্বর্যলক্ষ্মী, সান্ত্বনালক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, বিজয়লক্ষ্মী এবং বরলক্ষ্মীর মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। মূর্তিগুলি সোনা এবং কসুল পেরু নেকলেস এবং অন্যান্য নেকলেস দিয়ে সজ্জিত। মন্দিরটি কোথাপেটের কাছে ভাসাভি কলোনিতে দিলসুখ নগর এবং এলবি নগরের মধ্যে অবস্থিত।

অষ্টলক্ষ্মী মন্দির, হায়দরাবাদ

মহালক্ষ্মী মন্দির, কোলহাপুর

মহালক্ষ্মী মন্দির, মুম্বই

মুম্বইয়ের বিখ্যাত মহালক্ষ্মী মন্দিরের বয়স প্রায় ৩০০ বছর। বলা হয়, ১৮৩১ সালে মন্দির নির্মাণ করেন ঢাকজি দাদাজি নামে এক বণিক। দেশের বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের অন্যতম বিখ্যাত এই মহালক্ষ্মী মন্দিরে পূজিত হন ত্রিদেবী। মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী। কিংবদন্তি, এই মন্দিরের মূর্তি নাকি কখনও খোদাই করে তৈরি করা হয়নি। এটা নাকি নিজে থেকেই পাথরের উপর আবির্ভূত হয়েছিল। কথিত আছে যে, ঔপনিবেশিক শাসন আমলে হর্নবি ভেলার্ড নির্মাণের সময় সমুদ্র থেকে মূর্তিটি উঠে আসে। দেবীর জন্য মন্দির তৈরি করে দেন সেই বণিক। বর্তমানে এই লক্ষ্মী মন্দির অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে নবরাত্রির সময় এখানে ভক্তরা জড়ো হন দলে দলে।

কৈলা দেবী মন্দির, করৌলি

কৈলা দেবী মন্দির, করৌলি

রাজস্থানের করৌলি জেলায় অবস্থিত কৈলা দেবী মন্দিরে মা লক্ষ্মী বা দুর্গা পূজিত হন কৈলা দেবী রূপে। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী, দেবী জানান যে, কলিযুগে কৈলা বা কৈলেশ্বরী রূপে তিনি পূজিতা হবেন। আবার বেদ অনুযায়ী, কলিযুগে কৈলা দেবীর পূজা করলে অবিলম্বে সিদ্ধি মিলবে। আবার আরেকটি মতে, নন্দ-যশোদার যে কন্যাসন্তানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বদলে নেওয়া হয়েছিল, তিনিই ছিলেন দেবী কৈলা। এই দেবীই কোথাও পূজিতা হন বিন্ধ্যবাসিনী, কোথাও আবার হিংলাজ মাতা রূপে। রাজস্থানের কৈলা মন্দির নিয়ে রয়েছে এক চমকপ্রদ কাহিনি। কথিত আছে, দেবী মূর্তিকে রক্ষা করতে এক যোগী পুরুষ সেটাকে নিয়ে নাগোরকোট থেকে গরুর গাড়ি করে পালাচ্ছিলেন। এদিকে দেবী কৈলা ঋষি কেদারগিরিকে আশ্বাস দেন যে, তিনি এলাকার মানুষের কাছেই থাকবেন। ফলে যোগীর গাড়ির বলদটি যেতে যেতে পাহাড়ের মাঝে এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেমে যায়। আর নড়ে না। ঐশ্বরিক আদেশে সেই স্থানেই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭২৩ সালে মহারাজা গোপাল সিং জি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৭৩০ সালে এর কাজ সম্পন্ন হয়।

শ্রী মহালক্ষ্মী মূর্তি, কলকাতা

মহালক্ষ্মী মন্দির, পুনে

পুনের মহালক্ষ্মী মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থাপত্যশৈলীতে খোদাই করা। এই অসাধারণ স্থাপত্যশৈলী ইট-পাথরের বাইরেও বিস্তৃত এবং ধর্মীয় পবিত্রতাকে ফুটিয়ে তোলে এবং ভক্তের উপর এক জাদুকরী প্রভাব ফেলে। মন্দিরটি 'বাস্তুশাস্ত্র' মেনেই তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক কাঠামোর উপরে একটি গম্বুজ রয়েছে, যা পিরামিড আকৃতির। মন্দিরে প্রবেশের ঠিক আগে বা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসার পরে যাঁরা মন্দিরের বাইরে থেকে এটা দেখেন, তাঁদের জন্য এটা সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনে বলে বিশ্বাস করা হয়। মণ্ডপের বারান্দাটি 'গর্ভগৃহ' অর্থাৎ গর্ভকক্ষে যাওয়ার পথ নির্দেশকারী স্তম্ভ দিয়ে সজ্জিত। গর্ভগৃহ হল মন্দিরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি ছোট মন্দির কক্ষ। এর ভেতরে 'ত্রিশক্তি', দেবী শ্রী মহাসরস্বতী, শ্রী মহালক্ষ্মী এবং শ্রী মহাকালীর প্রতীক স্থাপন করা হয়েছে। এই মূর্তিগুলি ছয় ফুট লম্বা এবং নির্মল মার্বেল দিয়ে খোদাই করা হয়েছে। এঁরাই পূজিতা হন। এই গর্ভগৃহের চারপাশে একটি পরিক্রমা পথ রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ঋষি, মুণির মূর্তি খোদাই করা আছে। আরতি করার সময়, ছাদের মাঝখান থেকে ঝুলন্ত একটি বড় ঘণ্টা বাজানো হয়। এই ঘণ্টার দ্বারা সৃষ্ট ইতিবাচক তরঙ্গ ভক্তদের দেবতার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে সাহায্য করে। কর্পূর এবং ধূপের সুবাস সমগ্র স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রদীপের নরম উষ্ণতা এবং ধর্মীয় মন্ত্র জপ সমগ্র স্থানকে প্রশান্ত করে। কেবল ঘণ্টাই অনুরণিত হয় না এবং মানসিক শান্তি বয়ে আনে না, প্রতিটি সূক্ষ্ম বস্তু বা খোদাইয়ের পিছনে একটি ঐশ্বরিক বিশ্বাস থাকে, যা শেষ পর্যন্ত ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক হতে সক্ষম করে। মন্দিরের সুন্দর পরিবেশে ধ্যান করা যায়।

লক্ষ্মী মন্দির, বীরভূম

লক্ষ্মী দেবী মন্দির, ডোড্ডাগড্ডাভল্লি

মহালক্ষ্মী মন্দির, পুনে

মহালক্ষ্মী মন্দির, মুম্বই

প্রকৃতির ভাষায় জীবনের পাঠ

প্রকৃতি আমাদের শিক্ষক। প্রকৃতিই গুরু। সে-আমাদের শেখায় নীরব লড়াই, শেখায় সীমা, পরিবর্তনে টিকে থাকতে। বাহ্যিক জয় নয়, আত্মিক সহ্যশক্তিই আমাদের সত্যিকার পরিণতি আনে এটাই প্রকৃতির ভাবনা। আর এই শিক্ষা আসে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মস্থ হয়েই। লিখছেন

দীপ্র ভট্টাচার্য

প্রকৃতির ভাষা ও মানুষের জীবন

চিরকালীন বলে আজ আর কিছু নেই— সবই আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে। পাহাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে বর্ষার জলে, বাতাসের ঝাপটায়, পাথরের গায়ে জন্মানো এক ফোঁটা শ্যাওলার ধৈর্যে। দাবদাহের দুপুরে, শুকনো ধুলোয় জ্বালা করলেও পাহাড় কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে, একেবারে নীরব। যেন অনেক কথা জমে আছে তার গায়ে— চিরকালীন। যেমন মানুষের মুখ থাকে নীরব, অথচ ভিতরে ভিতরে একেকটা প্রলয় বয়ে যায়— চোখে পড়ে না, কিন্তু তীব্র। অযোধ্যার ঘন জঙ্গলে হেঁটে গেলে— শাল আর মহুয়ার নিচে, কিছু পুরনো লাল পাথর দেখে থমকে যেতে হয়। যেন কেউ হাত দিয়ে ঘষে গেছে। কিন্তু ওসব বৃষ্টি, রোদ্দুর, সময়, আর চুপ করে থাকা ঝড়ের ছাপ। যুগের পর যুগ ধরে ও-পাথরগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে, ঠিক যেমন আমরা ক্ষয়ে যাই— ভাঙি, গড়ি, আর গোপনে গড়ে উঠি নতুন কোনও রূপে।

এই পাথরের ক্ষয়কে ভূতত্ত্ব বলে ‘weathering’। আমরা মানুষজনও ‘weather’ করি— তবে ভেতরে ভেতরে। সম্পর্কের ভারে, অভাবের বোঝায়, বেদনার আগুনে, অথবা নৈঃশব্দ্যের ঘন ছায়ায়। তবে কি প্রকৃতি আমাদের জীবনের শিক্ষক? এই নীরব শিখিয়ে দেওয়া, এই মৌন সহ্য, এই আস্তে গঠনের শিক্ষা— আমাদেরও কি সেই পথে হাঁটতে শেখায়? আমরা কি পারি শিখতে— কীভাবে ভাঙতে হয়, তবু না হারিয়ে আরও তৈরি হতে হয়? পারি কি প্রকৃতির মতো স্থির থেকে, ক্ষয়ের মধ্যেও রূপ গড়ে নিতে? এই লেখা সেই প্রশ্নেরই এক খোঁজ। পাহাড়, পাথর, নদী, শ্যাওলা আর নিজের ভেতরের ভূখণ্ডকে নিয়ে। যে-ভূখণ্ডে প্রতিদিন চলতে থাকে নীরব, কিন্তু অমোঘ, এক ‘অন্তর-ক্ষয়’— যা গড়ে তোলে আমাদের আত্মার ভূ-দৃশ্য।

ভূতত্ত্ব ও জীবন— ক্ষয় মানেই গঠন

শালবন ঘেঁষে বিকেলে বান্দোয়ানের লালমাটির পথে যখন বাতাসে ধুলো ওড়ে, সেই ধুলো পাথরের গায়ে লেগে এককালের চিহ্নের মতো বসে যায়। পুরোনো ল্যাটেরাইট চাতালের ধারের পাথরগুলোও কি একসময় নবীন ছিল? তাজা, মসৃণ, নির্ভার?

ভূতত্ত্ব বলে, পাথর যেমন জন্মায়, তেমনি ধীরে ধীরে ক্ষয়ও হয়। সেটাই ‘weathering’— যেখানে পাথরের শরীর বদলায়, ধীরে ধীরে। বৃষ্টি পড়ে, রোদ পড়ে, গাছের শিকড় গেঁথে দেয় চিড় ধরে, বাতাসে খনিজ দ্রবীভূত হয়। কোনও জোরালো ধ্বংস নেই, নেই হঠাৎ ফাটল। কিন্তু দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু, সেই পাথর একদিন বদলে যায়। হয়তো ভেঙে পড়ে, আবার হয়তো নতুন রূপে দাঁড়িয়ে থাকে— জীবনের মতোই।

আমাদের জীবনের ভেতরেও এমন ক্ষয় চলে। বুঝতে পারি না প্রথমে— একটা প্রিয় সম্পর্ক ফুরিয়ে যায়, একটি স্বপ্ন আর ফোটে না, কোনও কথা কাঁটার মতো গেঁথে থাকে অনেককাল। অথচ বাইরে থেকে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি— শান্ত, পাথরের মতো। কেউ দেখে না ভিতরের জমে থাকা শিলাচ্যুতির শব্দ। কিন্তু ঠিক সেইখানে— ক্ষয়ের ভেতরে— আসে রূপান্তর। ধীরে ধীরে তৈরি হয় এক নতুন আমি।

পুরুলিয়ার বা বাঁকুড়ার এই লালপাথরও তো সেইরকম— যে পাথরকে আজ শিশুরা পায়ের ছোঁয়ায় এঁকে দেয় খেলার দাগ, সে একদিন পাহাড় ছিল গম্ভীর, জোরালো। আজ সে গড়িয়ে এসে সমতলে, নরম হয়ে, মানুষের পাশে। কে বলবে, ক্ষয় তাকে ভেঙেছে? সে তো আসলে গঠনই করেছে— এক নতুন ভূখণ্ড, এক নতুন চরিত্র। (এরপর ২০ পাতায়)

প্রকৃতির ভাষায় জীবনের পাঠ

(১৯ পাতার পর)

পাথরের শরীরে যেমন ফাটল থাকে, রেখা থাকে, স্তর থাকে— আমাদের মনেও কি সেইরকম স্তর নেই? প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি অভাব কি রেখে যায় না এক-একটি চিহ্ন? আর সেই চিহ্ন থেকেই কি আমরা পড়তে পারি না, আমরা কে, কতদূর এসেছি, কতখানি বদলেছি?

জীবন আর ভূতত্ত্ব, দুটোই শেখায়— স্থিরতা মানেই শক্তি নয়। কখনও কখনও, জেনে-বুঝে ভাঙতে দেওয়া, ক্ষয়কে স্বীকার করে নেওয়া, সেটাই গঠন। সেটাই সাহস। এই শিখতে পারাই বোধহয় প্রকৃতির কাছে এক প্রাপ্তি।

গীতার আলোকে কর্ম, ত্যাগ ও ধৈর্য

যখন কোনও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকি— ধরা যাক তিস্তা বা গঙ্গা— দেখি সে কেবল বইছে। কিছু চাইছে না, কিন্তু থামছেও না। কেবল তার প্রবাহ। সে জানে, তার কাজ কেবল বয়ে যাওয়া, গন্তব্যতে পৌঁছানো তার দায় নয়। ঠিক যেমন গীতাতে ছিল— ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ’— অধিকার কর্মে, ফলে নয়।

প্রকৃতি আমাদের চুপিচুপি শেখায় নিষ্কাম কর্মের পাঠ। গাছ কখনও বলে না— এই পাতা আমি দিলাম, এই ছায়া আমার অবদান। বৃষ্টি নামে, অথচ দাবি করে না যে সে সবুজ করেছে মাটি। চাঁদ, তারা জ্বলে, অথচ বলে না যে সে রাত্রিকে আলোকিত করেছে। এই যে নির্লিপ্ত কর্ম, এই যে নিঃশব্দ কর্তব্য— এটিই গীতার ভাষায় ‘যোগ’।

‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’— যেখানে সুখ ও দুঃখ সমানভাবে গ্রহণ করা যায়, ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে কেবল নিজের কর্তব্য পালন করা যায়, সেখানেই জন্ম নেয় সত্যিকারের ধৈর্য, সেখানেই আত্মা দৃঢ় হয় পাথরের মতো।

ভূতত্ত্ব যেমন বলে, পাহাড় ক্ষয়ে যায়, তবু সে থাকে— উঁচু, নীরব, সহ্যশীল— তেমনই গীতা আমাদের শেখায় স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার কথা।

‘স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা?’— প্রশ্ন করেন অর্জুন। যে মানুষ সুখে উদ্বেল হয় না, দুঃখে ভেঙে পড়ে না, লোভে, মোহে, ক্ষোভে ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায়— সে-ই ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’। পাহাড়ের মতোই, যার ভিতরে ভাঙন চললেও বাইরের রূপ থেকে যায় দৃঢ়।

এই পাঠ কেবল উপদেশ নয়— এ এক আত্মানুসন্ধানের রাস্তা। কেননা প্রকৃতি ও গীতা একসঙ্গে বলছে, আমরা যতই রক্ষা করতে চাই নিজেদের, জীবন ততই এসে ভাঙবে। কিন্তু সেই ভাঙনেই আছে গঠন। ঠিক যেমন বৃষ্টির জল পাথর কাটে— ধীরে, প্রতিদিন, ক্ষয় করে। অথচ সেই ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে নদীখাত, গুহা, উপত্যকা। আমরা চমৎকৃত হই।

তেমনি আমাদের জীবনের ভিতরেও, ক্ষয় মানেই ভেঙে পড়া নয়। ক্ষয় মানেই পুনর্গঠন— যদি আমরা নিঃস্বার্থভাবে জীবনকে গ্রহণ করি, এবং প্রতিদিন কিছুটা করে ত্যাগ করতে পারি— কামনা, অহং, ভয়। এই ধৈর্য, এই ত্যাগ, এই কর্মে নিষ্ঠাই আমাদের সত্যিকার ‘আত্মগঠন’। একটি মানুষ যেমন একটি পাহাড়— বহু বৃষ্টি, বহু বাতাস, বহু সহ্য দরকার, তার নিঃশব্দ রূপ তৈরি করতে।

সীমা, সম্ভাবনা ও আত্মবিকাশ

একদিন দক্ষিণেশ্বরে, বর্ষার এক বিকেলে, গঙ্গার ধারে বসে ছিলেন ঠাকুর। চোখ তাঁর আধবোজা, ঠোঁটে এক অদ্ভুত প্রশান্ত হাসি। চারপাশে জল, বাতাসে গঙ্গার গন্ধ, আর ভিতরে এক গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘যত দুঃখ, তত জ্ঞান।’ শিষ্যেরা চমকে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, জীবন যখন একটানা চলে না, যখন তা গুঁড়িয়ে দেয় আমাদের অহংকার, তখনই ভিতর থেকে জেগে ওঠে এক নির্মল সত্য। যেমন একটি পাহাড় ভেঙে যায় বৃষ্টিতে, অথচ তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে নতুন খনিজ, নতুন জমি, নতুন সম্ভাবনা। তিনি বুঝিয়েছিলেন, দুঃখের ক্ষয়টুকু— যা আমরা এড়াতে চাই— সেটাই আত্মার জেগে ওঠা।

নিজের সীমা জানা মানেই দুর্বলতা নয়— বরং সেটাই প্রকৃত শক্তি। আত্মগঠন আসে দিনের পর দিন একটানা সহ্য করে— যেমন গিরিপথ গড়ে ওঠে জলের ক্ষয়কার্যে, তেমনি আমাদের চরিত্র গঠিত হয় প্রত্যেক প্রতিকূলতায়। একটি গুহা কীভাবে গড়ে ওঠে? ছোট ছোট জলবিন্দু হাজার বছর ধরে পড়ে— একটানা, ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। মানুষও তেমনই— জীবন তাকে ফোঁটা ফোঁটা করে গড়ে তোলে। আর সেই গঠনের ভেতরে লুকিয়ে থাকে আধ্যাত্মিক উত্তরণ।

শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন— ‘অন্তরীক্ষের মতো মন হও— যেখানে সব কিছু আছে, তবু কিছুই আঁকড়ে নেই।’ এই মনই পারে প্রকৃতিকে বুঝতে, সহ্য করতে, ও গ্রহণ করতে। জীবন আমাদের ক্ষয় করে, কিন্তু সেই ক্ষয়ের ভেতরেই আছে নির্মাণের ছন্দ। সীমা আমাদের শেখায় কোথায় দাঁড়াতে হবে, আর সম্ভাবনা বলে দেয়— কোথা থেকে আবার শুরু করতে হবে।

প্রকৃতির কোলে শরীর, মন ও আত্মার সংযোগ

ব্যস্ত শহর থেকে সরে এসে, প্রকৃতি দেখলে মানুষের শরীর, মন হালকা হয়ে যায়। শরীর তখন শুধু শরীর নয়, সে হয়ে ওঠে এক জীবন্ত শ্রবণেন্দ্রিয়— যা দিয়ে পৃথিবীর নিঃশব্দ ভাষা বুঝতে পারে। এটাই বোধহয় embodiment — যেখানে শরীর, মন আর আত্মা আলাদা কিছু নয়, বরং একে অন্যের প্রতিচ্ছায়া। প্রকৃতিকে কেবল দেখা বা ভাবা নয়, বরং ছুঁয়ে দেখা, অনুভব করা, তার ভেতরে নিজেকে খুঁজে নেওয়া।

নদীর ধারের পাথরগুলো যেমন প্রাচীন আত্মার মতো কিছু বলে না, কিন্তু সব বোঝে। দুঃখ বুঝতে পারে, অথচ সে উপদেশ দেয় না। চিন্তা বোঝে, কিন্তু তাতে না হাসে, না কাঁদে। কেবল পাশে থাকে। যেন প্রকৃতির সবথেকে পুরনো রূপ, পাথর, আমাদের নীরব সঙ্গী। আমরা যখন প্রকৃতির কোলে শরীর নিয়ে ঢুকি— নির্বাক, নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব— তখনই সত্যি বোঝা যায়, এই শরীর আসলে কেবল একটি আধার নয়। এটি অনুভবের একটি প্রবাহ, যা দিয়ে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হই।

গীতা এখানে আবার এসে পড়ে। যোগ কথাটির অর্থই হল— সংযোগ। ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’ — যখন কাজ, চিন্তা ও অনুভব একসঙ্গে জুড়ে যায়, তখনই জীবনে আসে সত্যিকারের সংহতি। এই সংহতি তখন তৈরি হয় প্রকৃতির ভিতর দিয়ে— একটা গাছের গন্ধে,

একটা পাথরের উষ্ণতায়, নদীর ঢেউয়ের ছন্দে। আজকের দিনে আমরা প্রায়শই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি— চিন্তা করি মাথা দিয়ে, কথা বলি মুখ দিয়ে, কাজ করি হাতে। কিন্তু শরীরটা আমাদের ‘বাড়ি’— সেই ‘ঘর’ যেখানে আত্মা বাস করে, আর প্রকৃতি সেই আত্মাকে ডাক দেয়— চুপিচুপি, বাতাসে, ছায়ায়, জলে, শিলায়। এই অনুভবকেই আজকের দিনে বলা হচ্ছে ইকোসোম্যাটিক্স (ecosomatics)— প্রকৃতি ও শরীরের এক অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ, যা আমাদের মানসিক আর আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।

ভূতত্ত্ব থেকে ভূ-দর্শন— জীবনের দৃঢ়তা ও নম্রতা

জীবন বড় অদ্ভুত জিনিস— কখনও চায় তুমি শিলা হও, একেবারে কঠিন, অনড়; আবার কখনও বলে, জলের মতো হও, নম্র, প্রবাহিত। তখন পায়ে হেঁটে চলে যেতে হয় সেইসব পাথুরে ভাঁজগুলোর মধ্যে দিয়ে— যেখানে একদিকে খাড়া পাহাড়ের ধার, আর অন্যদিকে গভীর খাদ। পাহাড় আমাদের শেখায় কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আর নদী শেখায় কোথা দিয়ে বয়ে যেতে হয়।

পাহাড়ের খাঁজে দেখা যায় পাথর গলে গেছে জলের চাপে, অথচ তার পাশেই একটা খাড়া চূড়া— যেটা বহু বছরেও বদলায়নি। ঠিক যেন জীবন— একসঙ্গে দৃঢ়তা আর নম্রতা। পাথর শেখায়, নিজেকে ঠিক কেমন করে ধরে রাখতে হয়। ক্ষয় শেখায়, কখন ছেড়ে দিতে হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষাটা জরুরি। আমরা যদি প্রতিদিন সব কিছু সহ্য করি, নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি অপরের প্রত্যাশায়, তাহলে একসময় খাদের ধারে গিয়ে পড়ি। আবার যদি একেবারেই অনমনীয় হয়ে থাকি, নিজের সীমা আঁকড়ে ধরি, তাহলে হারিয়ে ফেলি সম্পর্কের নদী। তাই দরকার সীমারেখা— ঠিক যেমন পাহাড়ে খাড়া প্রান্তর থাকে, যার বাইরে পা দিলেই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রকৃতি যেমন তার গঠন বজায় রাখতে শিলা বা খাঁজ তৈরি করে, মানুষকেও তাই করতে হয়— মানসিক সীমা তৈরি করতে হয়, স্পষ্ট করে বলতে হয়— ‘এখানে থেমে যাও’, ‘এটা আমার সীমানা’, ‘এইটুকুই পারি আমি।’

শ্রীরামকৃষ্ণের বলা এক গল্প মনে পড়ে— একবার এক পুতুল, নুনের তৈরি, সমুদ্র দেখতে চাইল। সে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রতটে এল। ঢেউ তাকে ডাকল। সে ঢুকল জলে, আরও ভিতরে গেল। জল যত গভীর, সে তত গলে যেতে লাগল। একসময় সে পুরোপুরি মিলিয়ে গেল— আর জানল, সমুদ্র কী। এই গল্প আমাদের শেখায়— আত্মসন্ধান মানেই সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়া, কিন্তু সেই সঁপে দেওয়ার আগে জানতে হয়, আমি কে, কতটুকু আমার সীমা। যে নিজেকে চেনে না, তার আত্মসমর্পণ হয় না।

তাই আত্মনম্রতা আসার আগে চাই আত্মদৃঢ়তা। যেমন এক পাথর অনেক সহ্য করেও তার মূলে দৃঢ় থাকে। আবার তেমনই, সেই পাথর একদিন জলের সঙ্গে মিলেও তৈরি করে উপত্যকা, এক নতুন ভূমি। ভূতত্ত্ব এখানে এক দর্শন হয়ে ওঠে— যেখানে প্রতিটি স্তর শেখায় কিছু, প্রতিটি ক্ষয় তৈরি করে নতুন এক পথ। আর সেই পথেই হাঁটতে হাঁটতে একদিন হয়তো খুঁজে পাই নিজেকে— কখনও পাথরের মতো, কখনও জলের মতো, কখনও জলে গলে যাওয়া নুনের-পুতুলের মতো।

প্রকৃতি, মানুষ ও অন্তরীক্ষের মেলবন্ধন

বৃষ্টি হয়ে, এই যে মেঘের ক্ষয়, এ শুধু নিঃশেষ নয়। এ এক নির্মাণ। এক ধৈর্যের কাজ। ঠিক যেমন জীবন আমাদের ধীরে ধীরে গড়ে তোলে— না জানিয়ে, না হঠাৎ করে, বরং ক্ষয়ে, টুপটুপ করে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ‘Weathering’— অর্থাৎ ক্ষয়— ধ্বংস নয়। তা এক নীরব নির্মাণ। যার পেছনে থাকে প্রকৃতির চিরকালীন ধৈর্য, আর মানুষের নিঃশব্দ সহনশীলতা।

আমরা যদি সত্যি শুনতে শিখি, তাহলে দেখব— প্রকৃতি আসলে আমাদের শিক্ষক। প্রকৃত গুরু। সে আমাদের শেখায় সীমা, সে শেখায় পরিবর্তন, সে শেখায় নীরব লড়াই। গঙ্গার জল যেমন কেটে চলে পাথরের বুক, তেমনি সময় কেটে চলে আমাদের ভেতরে। বাহ্যিক জয় নয়, আত্মিক সহ্যশক্তিই আমাদের সত্যিকার পরিণতি আনে। এই শিক্ষা আসে না তত্ত্ব পড়ে, বক্তৃতা শুনে বা প্রার্থনা করে। এ আসে হাঁটতে হাঁটতে— জঙ্গলের ছায়ায়, নদীর ধারে, পাথরের পাশে বসে। যেখানে গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, জল কেবল বয়ে যায়, আর আমরা শুধু তাকিয়ে থাকি, নিঃশব্দে। সেই নিঃশব্দেই, একদিন, নিজেকে চিনে ফেলা যায়।

তাই, পরের বার যখন প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে হাঁটবে, একটু থেমো, একটা পাথর ছুঁয়ে দেখো, হাওয়াটা গায়ে লাগতে দিও, মাটির গন্ধ নিঃশ্বাসে টেনে নিও— আর মন দিয়ে শুনো। গভীরভাবে। নিজের ভেতরের সেই ধ্বনি। কারণ আমরাও এই পৃথিবীর মতোই— পাহাড়ের মতো দৃঢ়, নদীর মতো নম্র, আর এই অনন্ত অন্তরীক্ষের মতো— নিঃশব্দ, অথচ সীমাহীন।